যেভাবে আত্মা শুদ্ধ করবেন

ড. নাসির ইবনে সুলাইমান আল-উমর

Scanned by CamScanner

যেভাবে আত্মা শুদ্ধ করবেন

মূল

ড. নাসের ইবনে সুলাইমান আল-উমর

প্রভাষক, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সৌদ ইউনিভার্সিটি
সৌদিআরব

ভাষান্তর

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

মুহাদ্দিস : জামালুল কুরআন মাদরাসা
গেন্ডারিয়া, ঢাকা

Scanned by CamScanner

যেভাবে আত্মা শুদ্ধ করবেন

মূল
ড. নাসের ইবনে সুলাইমান আল-উমর
প্রভাষক, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সৌদ ইউনিভার্সিটি
সৌদিআরব

ভাষান্তর ও সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

স্বত্ব : সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশনা
৬৪ [চৌষট্টি]

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৮

প্রকাশক
হুদহুদ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩ ৬৭৫৫৫৫

প্রচ্ছদ
শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তণুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ২০০ টাকা মাত্র

Scanned by CamScanner

ইহ্‌দা

আমার হেজায সফরের তারিখ ছিল ২০ অক্টোবর ২০১২
১৩ অক্টোবর ২০১২ আমার আব্বা দুনিয়ার জীবন সমাপ্ত করে রবের ডাকে সাড়া দেন। আব্বাকে হারিয়ে আমরা যে কী হারিয়েছি, তা শুধু আমরাই জানি। আমার এই প্রয়াসটুকু আব্বার মাগফিরাতের জন্য রবের দরবারে হাদিয়া পেশ করছি।

–মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

Scanned by CamScanner

সূচি

প্রসঙ্গ কথা ৮
আত্মার পরীক্ষা ১০
অন্তর নিয়ে কেন আলোচনা? ১৩
আত্মার পরীক্ষার অর্থ ১৯
লক্ষণীয় ২৪
কলব আক্রমণকারী রোগব্যাধি ২৬
সুস্থ অন্তরের কিছু অবস্থা ও গুণাবলি ২৭
আত্মার পরীক্ষার ক্ষেত্রসমূহ ২৭
০১. এবাদত ২৮
০২. ইলম ২৯
০৩. দাওয়াত ২৯
০৪. বিরোধ ও বিবাদ ৩০
০৫. প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনা ৩০
০৬. শকসন্দেহ এবং বিশৃঙ্খলা ৩১
০৭. নেতৃত্ব ও পদ-পদবী ৩১

Scanned by CamScanner

০৮. বংশগরিমা, আভিজাত্য এবং প্রভাব ৩১
সতর্কবাণী ৩২
আত্মার কয়েকটি রোগ ৩৫
কপটতা [মুনাফিকী] ৩৬
লৌকিকতা [রিয়া] ৩৮
শকসন্দেহ ৩৯
কুধারণা ৪১
হিংসা ও বিদ্বেষ ৪৩
অহঙ্কার,আত্মমুগ্ধতা,অপরকে তুচ্ছ জ্ঞানকরণ ও বিদ্রুপ করণ ৪৬
শত্রুতা ও দুশমনি ৫০
নৈরাশ্য ৫৪
প্রবৃত্তি অনুসরণ ও গাইরুল্লাহর প্রেম ৫৮
গাইরুল্লাহর ভয়ভীতি ৬০
কুমন্ত্রণা ৬১
অন্তরের পাষণ্ডতা ৬২
অন্যায়ের পক্ষে সংঘবদ্ধ হওয়া ৬৩
০১. ভৌগলিক বিষয়াদি নিয়ে সংঘবদ্ধতা ৬৩
০২. মুসলমানদের একাংশের সংঘবদ্ধতা ৬৫
অন্তরের রোগব্যাধির চিকিৎসা ৬৭
০১. আল্লাহ ﷻ-র মহব্বতের পরিপূর্ণতা ৬৭
০২. এখলাস ৬৮
০৩. আদর্শ আনুগত্য ৬৮
০১. আল্লাহ ﷻ-র যিকির ৭০
আল্লাহর যিকিরেই আত্মা শান্তি পায় ৭১
০২. মুরাকাবা ও মুহাসাবা ৭৩
কাজের মাধ্যমে আলস্য দূর করুন ৭৩
ফলপ্রসূ কাজে লিপ্ত থাকুন ৭৪
নিজের হিসাব রাখুন ৮১

Scanned by CamScanner

০৩. অন্যান্য মাধ্যম ৮২
উপকারী ইলম ও অপকারী ইলম ৮৩
বেশি বেশি পড়াশোনা করুন পাশাপাশি গবেষণাও করুন ৮৬
আত্মার সুস্থতা ও নিরাপত্তার কয়েকটি আলামত ৮৮
কলবের রুগ্নতা এবং পাষণ্ডতার বিভিন্ন আলামত ৯০
পরিশিষ্ট ৯৩

Scanned by CamScanner

প্রসঙ্গ কথা

আল্লাহ ﷻ-র অশেষ মেহেরবানী। গত ২১ অক্টোবর ২০১২ থেকে ১৭ নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত দিনগুলো ছিল অধমের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের। মুসলমান হিসেবে যেই নগরীর ছবি প্রায়শ হৃদয়ে জাগ্রত থাকে; যার দিকে মুখোমুখি হয়ে দিনে অন্তত পাঁচবার আল্লাহ ﷻ-র সামনে অবনত হই; সেই পবিত্র নগরী মক্কা মুআজ্জমা। সেখানে অধমের অবস্থান করার সৌভাগ্য হয়েছিল উল্লিখিত প্রায় ২৭টি দিন। অমন সৌভাগ্যও আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল, তা আগে ভাবিনি। লক্ষকোটি শুকর ও সুজুদ আল্লাহ ﷻ-র কুদরতী কদমে।

কা'বার তাওয়াফ অথবা মসজিদে হারামে সালাত আদায় করার পর অনেক সময়ই যেতাম আশপাশের বইয়ের দোকানগুলোতে। মন ভরে দেখতাম বিভিন্ন বই। আরবী, ইংরেজী, উর্দু অথবা বাংলা। হরেক রকম বইয়ের বিপুল সমাহার। প্রায় সবই ইসলামী। আধুনিক লেখকদের গবেষণালব্ধ বইপুস্তক চোখে পড়ার মত। অনেক বই কেনার জন্য আমার ভীষণ ইচ্ছা জাগত; কিন্তু পকেটের সঙ্গতি সায় দিত না। ফলে মনটা খুব ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত।

এরকম বইয়ের দোকান দেখতে দেখতে একদিন বাদশা আবদুল আযীয ওয়াক্ফ এস্টেটে গিয়ে পরিচয় হল চট্টগ্রামের মাওলানা আযীযুল হক নামের এক ভদ্রলোকের সাথে। দু'দিনের মধ্যেই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হল। তিনি অফার করলেন প্রতিদিন তার দোকানে যেতে এবং বই ঘাঁটাঘাঁটি করতে। আমি তার অফার পেয়ে পুলকিত হলাম। কাজেই মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে প্রায়ই তার দোকানে যেতাম এবং নতুন নতুন অনেক বই খুলে খুলে দেখতাম। একদিন মাওলানা আযীযুল হক সাহেব আমার আগ্রহ দেখে বললেন, আপনি বই পছন্দ করুন, আমি আপনাকে প্রায় ক্রয়মূল্যে দিয়ে দিব। এতে আমার জন্য বেশ সুবিধে হল। আমি সাত/আটটি বই বাছাই করলাম। বিক্রয়মূল্যে দাম এল একশত পঞ্চান্ন রিয়াল। মাওলানা সাহেব আমার কাছ থেকে একশত পাঁচ রিয়াল রাখলেন। এরপর তিনি

Scanned by CamScanner

আমাকে তাঁর দোকান থেকে পয়ষট্টি রিয়াল মূল্যের কুরআন মাজীদের এক কপি ইংরেজী অনুবাদ হাদিয়া দিলেন। অকৃতজ্ঞ হৃদয় তবুও তাঁকে স্মরণ করবে না?

সেই বইগুলোর মধ্যে একটির নাম ছিল 'ইমি্তহানুল কুলূব'। লিখেছেন, ডক্টর নাসের ইবনে সুলাইমান আল-উমর। বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের অন্তর যে বিভিন্ন পন্থায় শয়তানের থাবায় নিপতিত হতে পারে, সেই কথাই বলা হয়েছে এই বইয়ে। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুভব করে অনুবাদের কাজে হাত দিলাম। অনুবাদ প্রায় চল্লিশ পৃষ্ঠা হয়ে যাওয়ার পর আমার ল্যাপটপের হার্ড-ডিস্ক নষ্ট হয়ে গেল। আইডিবি ভবনের বন্ধুবর হাসান ভাইয়ের সহায়তায় একজন হার্ড-ডিস্ক দুরস্ত করে আমার কয়েকটি অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি রিকভারি করে দিলেন। কিন্তু তার মধ্যে 'ইমতিহানুল কুলূব'র চল্লিশ পৃষ্ঠা পাওয়া গেল না। কাজেই পুনরায় নতুন করে অনুবাদ করতে হল। তবে আগের অনুবাদের চেয়ে পরের অনুবাদ যে একটু বেশি স্বচ্ছ হয়েছে, সেটা আমি নিজেই অনুভব করেছি।

জামালুল কুরআন মাদরাসার উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্র স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ আল-আমীন অভিধান চষে 'ইমতিহানুল কুলূব'র কঠিন শব্দগুলোর অর্থ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাকে বেশ সাহায্য করেছে। আল্লাহ ওকে মঞ্জিলে মাকসূদে পৌঁছার তৌফীক দান করুন।

অনুবাদ হয়ে যাওয়ার পর মাওলানা দিলাওয়ার হোসাইন এগিয়ে এসেছেন প্রকাশের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। তিনি বইটির সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতেও ত্রুটি করেননি। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকলাম।
পরিশেষে আল্লাহ ﷻ-র কাছে আকুতি জানাচ্ছি, তিনি যেন আমাদের কলব দুরস্ত করে দেন। আমাদের কলব যেন ভালো সবকিছু গ্রহণ করতে পারে এবং বর্জন করতে পারে মন্দ সবকিছুকে।

মুহাম্মাদ আবদুল আলীম
জামালুল কুরআন মাদরাসা
গেণ্ডারিয়া, ঢাকা
২৩ রবীউস সানী, ১৪৩৪ হিজরী, ০৬ মার্চ, ২০১৩ ইং

Scanned by CamScanner

আত্মার পরীক্ষা

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَـدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوْبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾

﴿اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴾

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا﴾

আম্মা বাদ!

কলব এবং কলবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ, এখন এক সময় চলছে, যখন বেশিরভাগ মানুষের কলব শক্ত হয়ে গেছে; ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে; দুনিয়ার ব্যস্ততা সবাইকে ঘিরে ফেলেছে এবং মানুষ হয়ে পড়েছে আখেরাত বিমুখ।

এই যুগে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানুষের হৃদযন্ত্র-সংক্রমণের চিকিৎসায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। এমন কি সর্বশেষ আমরা শুনতে পাচ্ছি, হৃদযন্ত্রের প্রবৃদ্ধি এবং স্থানান্তরের কথাও। অথচ মানবদেহে সংক্রমিত রোগব্যাধির ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রের রোগ ও চিকিৎসা নির্ণয়ই সবচেয়ে বেশি জটিল। তবে আমরা এখানে দৈহিক রোগব্যাধি এবং হৃদযন্ত্রের প্রত্যক্ষ সংক্রমণ নিয়ে আলোচনা করব না।

Scanned by CamScanner

আমরা এখানে আলোচনা করব কলবের সেইসব রোগব্যাধি নিয়ে, যেগুলো তাকে আল্লাহ ﷻ-র দিকে ধাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আকারে আক্রমণ করে। আলোচনা করব কলবের সুস্থতা ও অসুস্থতার আলামত কী কী, তা নিয়ে। এই হৃদয়ের পরীক্ষার ক্ষেত্রগুলো কী কী, তাও তুলে ধরব। [ইনশা আল্লাহ।]

কলব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করব আল্লাহ ﷻ-র কালাম এবং রসুল ﷺ-র হাদীস দিয়ে। এটি একটি মুসলমানের স্বভাবগত বিষয়। কেননা, আসল কথা হল কুরআন ও সুন্নাহর উৎসধারা থেকে পানীয় সংগ্রহ করা। আমি একথা পরিষ্কার করে বলছি এজন্য, যাতে কলব নিয়ে আলোচনা সহজও নয় এবং গুরুত্বহীনও নয়– সে কথা যেন সবাই বুঝে ফেলে। কলবের বিবিধ অবস্থা এবং তার সংক্রমিত হওয়ার বিষয়ে কলবের স্রষ্টার চেয়ে অধিক জান্তা কেই নেই।

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾

তিনি কি জানেন না, তিনি কাকে সৃষ্টি করেছেন? [সুরা মুল্ক: ১৪]

﴿فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾

তিনি তো গুপ্ত এবং অধিক গুপ্ত বিষয়ও জানেন। [সুরা ত্বহা: ০৭]

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾

তিনি জানেন চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয়। [সুরা মুমিন: ১৯]

যেই সত্তার উপর ওহী নাযিল করা হয়েছিল, তিনি দিল সম্পর্কে বুঝতেন। কারণ, তাঁ ব্যাপারে বলা হয়েছে–

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না; তিনি যা বলেন, সেটা ওহী, যা প্রত্যাদেশ করা হয়। [সুরা আন-নাজ্ম: ০৩-০৪]

এখানে আমি কিছু কিছু মানুষের দাবির ভয়াবহতাও তুলে ধরব, যারা দাবি করে থাকেন যে, তারা অন্তরের কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন; অথচ এ বিষয়টি আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কেউ জানেন না।

Scanned by CamScanner

এসব লোক নিষিদ্ধ বিষয় নিয়ে অবতাড়না করে থাকেন এবং সীমালঙ্ঘন করে কথা বলেন–

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পিছনে পোড়ো না; নিশ্চয় কান, চোখ এবং অন্তঃকরণ– এগুলোর প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসিত হবে। [সুরা ইসরা: ৩৬]

আমরা কোত্থেকে অন্তরের ভেদ ও তার রহস্য সম্পর্কে অবহিত হব–

وَمُكَلِّفُ الأَشْيَاءِ فَوْقَ طِبَاعِهَا مُتَطَلِّبٌ فِي الْمَاءِ جَذْوَةَ نَارِ

[যেই সত্তা বস্তুর উপর কার্যবিধি আরোপ করেন, তাঁর অবস্থান বস্তুর স্বভাব-চরিত্রের ঊর্ধ্বে; তিনি ইচ্ছা করলে পানির মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গার কামনা করতে পারেন।]

Scanned by CamScanner

অন্তর নিয়ে কেন আলোচনা?

কলব সম্পর্কে আলোচনা কয়েকটি কারণে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমি সেগুলো নীচে সংক্ষেপে তুলে ধরছি–

প্রথমত

আল্লাহ ﷻ কলব পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা হুকুম দিয়েছেন। বরং আল্লাহ ﷻ নবুয়তে মুহাম্মাদিয়া'র লক্ষই স্থির করেছেন মানুষের তাযকিয়ায়ে নফ্সকে। অতীব গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে একে তিনি মানুষকে কিতাব [কুরআন] ও হেকমত [সুন্নাহ] শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ের প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ * وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾

তিনি সেই সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসুল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ; তিনি তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন। নিশ্চয় এর আগে তারা স্পষ্ট গুমরাহীতে লিপ্ত ছিল। [সুরা জুমুআ: ০২]

আল্লামা ইবনুল কায়িম ﷺ আল্লাহ ﷻ-র ভাষ্য وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ সম্পর্কে বলেছেন, 'পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সমস্ত মুফাস্সিরের একথার উপর একমত যে, এখানে অন্তর পবিত্র করার কথা বলা হয়েছে।

[أَمْرَاضُ الْقُلُوْبِ নামক পুস্তিকার ৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

আল্লাহ ﷻ ইহুদী এবং মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন–

Scanned by CamScanner

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۖ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿

এরা এমনই যে, আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহ পবিত্র করতে চাননি। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে ভয়াবহ শাস্তি। [সুরা মায়িদা: ৪১]

দ্বিতীয়ত

মানবজীবনে এই কলবের বিরাট প্রভাব রয়েছে। কলব হচ্ছে নিয়ন্ত্রক এবং নির্দেশক; আর অন্যান্য অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা প্রয়োগকারী।

আবু হোরায়রা ﵁ বলেন–

الْقَلْبُ مَلِكٌ، وَالأَعْضَاءُ جُنُوْدُهُ، فَإِذَا طَابَ الْمَلِكُ طَابَتْ جُنُوْدُهُ، وَإِذَا خَبُثَ الْقَلْبُ خَبُثَتْ جُنُوْدُهُ.

কলব হচ্ছে একজন শাসক, আর অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা হচ্ছে তার সেনাবাহিনী। যখন শাসক ভালো থাকে, তখন তার সৈন্যরাও ভালো থাকে; আর যখন শাসক দুষ্ট হয়ে পড়ে, তখন তার সৈন্যরাও দুষ্ট হয়ে যায়। [আত-তুহফাতুল ইরাকিয়্যা]

তৃতীয়ত

এই প্রসঙ্গা আলোচনার মূল কারণ হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষের অন্তর সম্পর্কে উদাসীন হওয়া। যেমন, আপনি মাদরাসার অনেক ছাত্রকে দেখবেন, তারা কিছু কিছু সূক্ষ্ম মাসআলা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ পেশ করে এবং সেই সম্পর্কে বেশ পাণ্ডিত্বও অর্জন করে। যেমন, তাশাহহুদের সময় আঙুলের ইশারা কি সুন্নত? কখন, কীভাবে ইশারা করতে হবে?... এরকম মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা অবশ্যই উপকারী এবং এর প্রয়োজনও আছে। কিন্তু যখন মানুষ কলবের কার্যক্রম, তার বিবিধ দশা এবং রোগব্যাধি সম্পর্কে গাফিল, তখন এইটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

Scanned by CamScanner

মানবসমাজে এখন নানা রকম সমস্যা বিরাজমান; বিশেষত ছাত্রসমাজের মধ্যে। এসব সমস্যার কারণ এমনসব রোগব্যাধি, যেগুলো অন্তরে আক্রমণ করে। সেগুলো শরীয়তের মৌলিক বিষয়াদির উপর নির্ভরশীল নয়। এসব সমস্যা মানুষের অন্তরের অবস্থা প্রকাশ করে। প্রকাশ করে দেয় অন্তরের হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, কুধারণা এবং অন্যকে খাটো করে দেখার মত রোগগুলো। এগুলো থেকে বাঁচতে হলে অন্তরের চিকিৎসা করতে হবে। তা না হলে রোগ কোন না কোন সময় আত্মপ্রকাশ করবেই, যখন রোগের উপসর্গ দেখা দিবে।

সমাজের প্রতি একবার নজর বুলালে, মানুষের সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা এবং বিষয়সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া মামলা-মোকদ্দমার উপর একবার দৃষ্টিপাত করলেই আমার এই দাবির যথার্থতা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

পঞ্চমত

কলবের সুস্থতা এবং নিষ্ঠা দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্যের চাবিকাঠি। হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা এবং অন্যান্য রোগব্যাধি থেকে অন্তর পবিত্র থাকলে দুনিয়াতে স্বস্তি পাওয়া যাবে এবং আখেরাতে কামিয়াবী লাভ হবে।

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ﴾

যেদিন সম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোন কাজে আসবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আসবে সুস্থ অন্তর নিয়ে। [সুরা শুআরা: ৮৮-৮৯]

লক্ষ করুন আবু বকর ﷺ এবং অন্য যাদেরকে সুস্থ এবং হিংসাবিদ্বেষ ও রোগমুক্ত অন্তর দেওয়া হয়েছে, তাঁদের অবস্থার দিকে।

ষষ্ঠত

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আবু জামরা বলেন, আমরা দিল চায় এমন কিছু ফকীহ তৈরি হোক, যাদের একমাত্র ব্যস্ততা হবে মানুষকে তাদের

Scanned by CamScanner

আমলের উদ্দেশ্য শিক্ষা দেওয়া। কারণ, যারা আমল করে, তারা বেশিরভাগই আমলের উদ্দেশ্য নষ্ট করে ফেলে।

দেখুন, এই বুযুর্গ মানুষের আমলের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান এবং আমল নষ্টকারী বিষয়াদির ব্যাপারে সতর্ককরণের প্রতি কত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর কারণ, আমরা যেমন প্রত্যক্ষ করছি যে, যারা ইলমের বিভিন্ন শাখা, যেমন হাদীস, ফেকাহ, তাফসীর, নাহু, ফারায়েয ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী হচ্ছেন, তারা এই বিষয়গুলোকে সুদৃঢ় করছেন। তেমনই আমাদের প্রয়োজন এমন কিছু লোক, যারা কলবের অবস্থান, অবস্থা, কার্যক্রম এবং রোগব্যাধি সম্পর্কে পারদর্শী হয়ে অন্য লোকদের সেগুলো শিক্ষা দিবেন এবং মানুষের আমলের উদ্দেশ্য ও নিয়ত দুরস্ত করবেন।

সপ্তমত

দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ ﷻ এই কলবকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ-র কিতাব এবং তদীয় রসুল ﷺ-র হাদীসের ভাণ্ডারে অজস্র প্রমাণাদি রয়েছে। তার গুটি কয়েক আমি উল্লেখ করছি।

০১. আল্লাহ ﷻ তাঁর নবী ইবরাহীম ﷺ-র বযানে বলছেন–

﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾

যেদিন মানুষের পুনরুত্থান হবে, সেদিন আমাকে অপদস্থ করবেন না। যেদিন সম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোন কাজে আসবে না। তবে যে ব্যক্তি সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে। [সুরা শুআরা: ৮৮-৮৯]

সুস্থ অন্তর ছাড়া আল্লাহ ﷻ-র কাছে উপস্থিত হলে কেয়ামতের দিন কামিয়াব হওয়া যাবে না।

০২. আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴾

Scanned by CamScanner

জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে মুত্তাকীদের অদূরে। (বলা হবে,) তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও স্মরণকারী এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যে দয়াময় সত্তাকে না দেখে ভয় করেছে এবং তওবাকারী অন্তর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। [সুরা ক্বাফ: ৩১-৩৩]

কিন্তু তওবাকারী অন্তর কোথায়? সেই অন্তরের বৈশিষ্ট্য কী কী?

০৩. সহীহ মুসলিমে আবু হোরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত আছে, রসুল ﷺ বলেছেন–

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلاَ إِلَى أَجْسَامِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেহারা এবং শরীরের দিকে দেখেন না; তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর এবং আমলের দিকে। [সহীহ মুসলিম: হাদীস নং- ৬৭০৮]

০৪. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে অবিচ্ছেদ্য সনদে নু'মান ইবনে বশীর ﵁ বর্ণিত আছে–

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

মনে রেখো, মানবদেহে একটি মাংসপিণ্ড আছে। সেটি যখন সুস্থ থাকে, তখন পুরা দেহ সুস্থ থাকে; আর যখন সেটি অসুস্থ হয়, তখন পুরা দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। [সহীহ বুখারী: হাদীস নং- ৫২, সহীহ মুসলিম: হাদীস নং- ৪১৭৮]

বুদ্ধিমানদের জন্য এই হাদীসটি উপদেশ ও সতর্কবাণী হিসেবে যথেষ্ট।

অষ্টমত

স্বীকারোক্তি ও সত্যায়ন হচ্ছে কলবের কথাবার্তা; আর ভয়, আশা, ভালোবাসা, নির্ভরতা ইত্যাদি হচ্ছে কলবের কর্মকাণ্ড ও গতি। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতে এগুলোই কিন্তু ঈমানের সবচেয়ে বড় রুকন। এক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটলে ঈমান বিঘ্নিত হয়। দেখুন না, মুনাফিকরা

Scanned by CamScanner

কিন্তু কালিমায়ে শাহাদাত মুখে আওড়ায় এবং বাহ্য কর্মকাণ্ডে মুসলমানদের সাথে তাল মিলায়, কিন্তু তারপরও সত্যায়ন ও স্বীকারোক্তিতে গণ্ডগোল থাকার কারণে তাদের অবস্থান হবে–

﴿فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾

জাহান্নামের তলদেশে এবং আপনি তাদের জন্য সাহায্যকারী খুঁজে পাবেন না। [সূরা নিসা : ১৪৫]

নবমত

অনেক লোক তাদের পেশা বানিয়ে নিয়েছে মানুষের কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করাকে। তারা মানুষের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে ভিন্নখাতে গড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে তারা বাহ্য বিষয়কে এড়িয়ে যায় এবং ফতোয়া জারি করে আত্মার কর্মকাণ্ডের গতি ব্যাখ্যা করে। অথচ এ বিষয়টি আলিমুল গায়ব ছাড়া অন্যকেউ জানেই না। আজব ব্যাপার হচ্ছে এখানে এমন লোকও আছে, যারা এই কাজটিকে বুদ্ধিমত্তা, চৌকাস্য এবং বিচক্ষণতা বলে উল্লেখ করে থাকে। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা মোটেই কোন বিচক্ষণতা নয়। আমরা আদিষ্ট হয়েছি মানুষের বাহ্য অবস্থা বিবেচনা করতে এবং তাদের গোপন ভেদ আল্লাহ ﷻ-র হাতে ছেড়ে দিতে।

সর্বশেষ

যদি এমন হয় কলবের অবস্থান ও গুরুত্ব, তা হলে আমরা কেন নিজেদের অন্তর নিয়ে ভাবি না? আমাদের দেখতে হবে কলবের সাথে আমাদের আমল কেমন; বরং দেখতে হবে কলব আমাদের সাথে কী আচরণ করে?

কতই তো ব্যস্ত থাকি আমাদের দুনিয়া, জীবনোপকরণ এবং পেশাগত বিষয় নিয়ে। একটু সুযোগ হলেই তো সেটুকু দিয়ে দিই বাহ্য কর্মকাণ্ডের জন্য।

কিন্তু এই কলব নিয়ে আমরা খুব কমই ভাবি। এর গুরুত্ব খুব কমই অনুধাবন করি। কলবের গুরুত্ব এবং মানবজীবনে তার প্রভাব সম্পর্কে

Scanned by CamScanner

যেকথাগুলো এইমাত্র উল্লেখ করলাম, হয়তো সেগুলোর মধ্যে এমন আবেদন আছে, যা আমাদেরকে কলব নিয়ে আলোচনা করতে এবং এ প্রসঙ্গে যথাযথ গুরুত্ব দিতে আহ্বান করে।

আত্মার পরীক্ষার অর্থ

বন্ধুগণ! সকালসন্ধ্যা আমাদের হৃদয়সমূহের পরীক্ষা হয়ে থাকে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে পরীক্ষা হয় হৃদয়ের। আমরা কি এ বিষয়ে অবগত আছি? একটি ভুল এই কলবের জীবন নস্যাৎ করতে পারে এবং বরবাদ করে দিতে পারে যাবতীয় আমল।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

﴿ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ﴾

তোমাদের বুকে যাকিছু আছে তা পরীক্ষা করা আল্লাহর ইচ্ছা এবং অন্তরের বিষয় যাচাই করা তাঁর উদ্দেশ্য। আল্লাহ অন্তরের বিষয় জানেন। [সুরা আল ইমরান: ১৫৪]

আল্লাহ ﷻ আরও বলেছেন–

﴿ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ۚ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ عَظِيْمٌ﴾

তাকওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ এদের অন্তরসমূহের পরীক্ষা নিয়েছেন। এদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত এবং মহাপুরস্কার। [সুরা হুজরাত: ০২]

এরা কারা, তাকওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ যাদের অন্তরসমূহের পরীক্ষা নিয়েছেন?

Scanned by CamScanner

এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল মহান দুইজন সাহাবী, আবু বকর সিদ্দীক এবং উমর ইবনুল খাত্তাব ﵄-র ব্যাপারে, যখন তাঁরা রসুলুল্লাহ ﷺ -র দরবারে নিজেদের আওয়াজ বুলন্দ করে ফেলেছিলেন। ইমাম বুখারী আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ﵄ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনী তামীমের একটি প্রতিনিধি দল নবীজী ﷺ-র দরবারে উপস্থিত হল। তখন আবু বকর বললেন–

কা'কা' ইবনে মা'বাদ ইবনে যুরারাকে এদের আমীর নিযুক্ত করে দিন (ইয়া রসুলাল্লাহ!)।

উমর বলে ফেললেন–

না; বরং আকরা' ইবনে হাবিসকে আমীর নিযুক্ত করুন।

তখন আবু বকর উমরকে বললেন–

তোমার উদ্দেশ্য আমার বিরোধিতা করা।

উমর বললেন–

না; আমার উদ্দেশ্য অমন নয়।

এতে কলহ সৃষ্টি হল এবং তাদের আওয়াজ বড় হয়ে গেল। তখন এই আয়াত নাযিল হল–

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللهَ ۭ اِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সামনে অগ্রণী হয়ো না, এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন এবং জানেন। [সুরা হুজরাত: ০১]

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর কলহ থেমে গেল। [সহীহ বুখারী: হাদীস নং- ৪৩৬৭]

হাঁ, ইসলামে ধর্মে কোন মোসাহেবী নেই–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾

Scanned by CamScanner

ঈমানদারগণ! নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু কোরো না এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে যেরকম উচ্চস্বরে কথা বলো, তাঁর সাথে সেরকম উচ্চস্বরে কথা বোলো না। [সুরা হুজরাত: ০২]

এরপর কী বলা হয়েছে?

﴿اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ﴾

এতে তোমাদের আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে, অথচ তোমরা টেরও পাবে না। [সুরা হুজরাত: ০২]

সুবহানাল্লাহ! কত জটিল কথা। অথচ বেশিরভাগ মানুষ চিন্তাও করে না যে, তাদের আমল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এই আয়াতে কাদেরকে ধমক দেওয়া হয়েছে? আবু বকরকে, যাঁর ব্যাপারে রসুল ﷺ বলেছেন–

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ

আমি যদি উম্মতের কাউকে বন্ধু সাব্যস্ত করতাম, তা হলে আবু বকরকে সাব্যস্ত করতাম। [সহীহ বুখারী: হাদীস নং- ৩৯০৪]

আরেক জন হচ্ছেন উমর, যাঁর ব্যাপারে রসুল ﷺ বলেছেন–

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ

সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কোন পথে চলতে গিয়ে যদি তোমার সাথে শয়তানের দেখা হয়, তা হলে সে তোমার রাস্তা ছেড়ে অন্য পথ ধরে। [সহীহ বুখারী: হাদীস নং- ৩২৯৪]

কিন্তু তাঁরা দুইজন তওবা করেছিলেন, এস্তেগফার করেছিলেন এবং শপথ কলেছিলেন যে, তারা রসুল ﷺ-র সাথে কথা বলবেন পরামর্শ দানকারীর মত গুনগুন আওয়াজে।

এখানেই ফলাফলটা বেরিয়ে আসে–

﴿اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ﴾

Scanned by CamScanner

তাকওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ এদের অন্তরসমূহের পরীক্ষা নিয়েছেন। এদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত এবং মহাপুরস্কার। [সুরা হুজরাত: ০২]

অর্থাৎ তাদের অন্তরগুলোকে আল্লাহ ﷻ তাকওয়ার জন্য শোধিত করেছেন। এখন সেগুলো শুধু তাকওয়াই লালন করে। [আল্লামা আলুসী ﷺ এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে লিখেছেন, মানে আল্লাহ ﷻ তাদের কলবকে তাকওয়ার জন্য পরিশুদ্ধ করে দিয়েছেন; এখন সেখানে তাকওয়া ছাড়া অন্যকিছুর স্থান নেই। কেমন যেন তাদের কলব তাকওয়ার রাজ্য হাসিল করেছে। দেখুন, রুহুল মাআনী: সুরা হুজরাত।]

আমাদের দৃষ্টিতে মুসলিম উম্মাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ দু'জন ব্যক্তি থেকে ঘটে যাওয়া ছোট্ট একটি ঘটনা; তাদের পক্ষ থেকে সংঘটিত সামান্য এক গাফলতকে কেন্দ্র করে একটি সহজ পরীক্ষামাত্র।

কিন্তু আমাদের ব্যাপারে কী বলব?

আমরা যে কত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছি, অথচ আমরা টেরও পাইনি, এর কোন ইয়ত্তা নেই।

এখানে এই আয়াতে অদ্ভুত এক রহস্য আছে, তা হল وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ [অথচ তোমরা টেরও পাবে না।] তার কারণ, অনেক সময়ই মানুষের আমল নষ্ট হয়, অথচ সে টেরও পায় না। সে কল্পনাও করে না যে, তার অমুক অন্যায়টির কারণে তার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে; অথবা তার আমলের কোন ঝুঁকি আছে, একথা সে ভাবেই না।

কত আমল, কত কথা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়, অথচ সে তা চিন্তাও করে না।

যদি রসুলুল্লাহ ﷺ-র দরবারে উচ্চস্বরে কথা বলা এতদূর গড়ায় যে, আবু বকর, উমর ﷺ-র আমল ধ্বংস করে দিবে, তা হলে সেইসব লোকের অবস্থা কী হবে, যারা নিজেদের কণ্ঠ ব্যবহার করে হকের আওয়াজ নির্বাপিত করে? তারা আসলে এমন লোক, যারা তাগুতের

Scanned by CamScanner

বিধিমালাকে আল্লাহ ﷻ-র শরীয়তের উপর প্রাধান্য দেয়। তারা এমন, যারা সাহায্য করে এবং বন্ধুত্ব করে শয়তানের পথে।

আমরা 'আত্মার পরীক্ষা' কথাটির অর্থ আরও পরিষ্কার করে বুঝবার জন্য একটি মহান হাদীস পড়তে পারি, যেটি হোযায়ফা ইবনুল য়ামান ﷺ নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। নবীজী বলেছেন–

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَىُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَ أَىُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ.

মানুষের অন্তরে ফেতনা পেশ করা হয় চাটাইয়ের বাতার মত একের পর এক। তারপর যেই অন্তরটি তা আকড়ে ধরে গ্রহণ করে, তার মধ্যে একটি কালো দাগ পড়ে। আর যে অন্তরটি তা গ্রহণ করে না, তার মধ্যে সাদা দাগ পড়ে। তারপর উভয় অন্তরের দাগ– সাদাটি হয় একেবারে শ্বেত পাথরের মত। তখন আসমান-জমীন থাকা পর্যন্ত কোন ফেতনা তার ক্ষতিসাধন করতে পারে না। আর অপরটি হয়ে যায় ঘুটঘুটে কালো ভাঙা মগের মত। সে কোন ভালো বিষয় উপলব্ধি করতে পারে না এবং প্রবৃত্তিস্থিত বিষয় বাদে কোন গর্হিত বিষয় অগ্রাহ্য করতে পারে না। [সহীহ মুসলিম: হাদীস নং- ৩৮৬]

আল্লাহ ﷻ আমাদের অন্তরসমূহ সাদা করে দিন এবং গুনাহখাতা, দোষত্রুটি এবং শকসন্দেহ থেকে পবিত্র করে দিন। হাদীসে ফেতনা পেশ করার কথা (تُعْرَضُ) সাধারণ বর্তমানকাল-জ্ঞাপক পদে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে সেটি বালা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবিরামতার প্রতি ইঙ্গিত করছে। এই ফেতনাগুলো একবারে পেশ হয় না; বরং অল্প অল্প করে পেশ হয় এবং কলব পুরো কালো হয়ে যায়। নাউযু বিল্লাহ। অথবা আল্লাহ ﷻ তাকে নিরাপদ রাখেন এবং সে পরীক্ষায় সফল হয়। তখন কোন ফেতনা আসমান-জমীন থাকা পর্যন্ত তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।

Scanned by CamScanner

শাইখুল আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলছেন, নফ্‌স মানুষকে আহ্বান করে না-ফরমানী এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেওয়ার দিকে; আর আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাকে ডাকেন তাঁকে ভয় করা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নফ্‌সকে বারণ করার দিকে। কলব এই দুই আহ্বায়কের মাঝে অবস্থান করে থাকে। এটাই হচ্ছে ফেতনা ও পরীক্ষার ক্ষেত্র।

লক্ষণীয়

এখানে লক্ষ করার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। তা হল দাওয়াত এবং ইলম হাসিলের মহানব্রতে নিয়োজিত কিছু কিছু মানুষ ধারণা করে থাকেন যে, চূড়ান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে দৈহিক নির্যাতন– যেমন, জেল, জুলুম, বন্দীত্ব এবং খুন ইত্যাদি। অথবা পরোক্ষা নির্যাতন– যেমন, সমাজের বয়কট, তার ডাকে সাড়া না দেওয়া, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ইত্যাদি। এমনটা ধারণা করলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার তাৎপর্যকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়। কত মানুষ দৈহিক জুলুম-নির্যাতনের পরীক্ষায় সফল হয়; কিন্তু আত্মার পরীক্ষায় তারা ব্যর্থ হয়ে যায়। এজন্য পরিপক্ক ইলমের অধিকারীগণ দোআ করে থাকেন–

﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴾

হে আমাদের রব! আমাদেরকে সত্যপথ দেখানোর পর আমাদের অন্তরসমূহকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত কোরো না। তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে দান করো রহমত। নিশ্চয় তুমি মহান দাতা। [সুরা আল ইমরান: ০৮]

এখানে আমরা 'আত্মার পরীক্ষা' সম্পর্কিত ভূমিকা শেষ করব। তবে এখানে মুমিনদেরকে আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে সূক্ষ্ম ভয় মিশ্রিত এই দাওয়াতটি পেশ করছি–

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾

ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসুলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের দিকে ডাকেন, যার মধ্যে

Scanned by CamScanner

রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন। বস্তুত তাঁর কাছেই সমবেত হবে। [সুরা আনফাল: ২৪]

আল্লাহ ﷻ-র কাছে আমরা কামনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে আল্লাহ ও রসুলের ডাকে সাড়া দিতে তৌফীক দেন এবং সাহায্য করেন। তৌফীক দিন যাতে আমাদের জীবন আছে, সেটা কবুল করতে এবং আমাদের ও আমাদের অন্তরের মাঝে যেন অন্তরায় সৃষ্টি না হয়, সে জন্য। তিনি এর মালিক এবং তিনি একাজে সক্ষম।

Scanned by CamScanner

কলব আক্রমণকারী রোগব্যাধি

ছোট্ট একটি টুকরো কলব; কিন্তু তার কর্মকাণ্ড বড় আজব কিসিমের। এই কলবের সাথে তুলনা করা যেতে কেবল সাগরের সাথে, আমরা যার শুধু উপরস্থিত অংশই বাহ্যিকভাবে দেখতে পাই। অথচ বাস্তবে সেটা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি জগৎ। তার মধ্যে আছে নানা প্রজাতির জীবজন্তু এবং আজবসব উদ্ভিদ। সাগরবিশেষজ্ঞদের যেগুলো বোকা বানিয়ে দিয়েছে।

এই কলবও তেমনই। কেননা, যে ব্যক্তি এই কলব নিয়ে যথাযথ চিন্তা করবে, সে দেখতে পাবে যে, কলবে যেসব অবস্থা ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং সে কারণে মানব ব্যক্তিত্বে অবস্থা, মান ও বিশেষণে যে তফাত লক্ষ করা যায়, সেগুলো অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। এই যা বললাম, তা হল এই ক্ষুদ্র ও বিশাল কলবের সিন্ধু থেকে বিন্দুমাত্র।

কলবকে যেসব রোগব্যাধি আক্রমণ করে, সেগুলো সম্পর্কে কিছু কুরআনিক ইঙ্গিত এখানে তুলে ধরছি। সেগুলো হচ্ছে যেমন, গাফলত, অন্ধতা, বক্রতা, বিবর্তন, ঘৃণাবোধ, আবদ্ধতা, পাষণ্ডতা, অবহেলা, লৌকিকতা, কপটতা, হিংসা এবং আরও অনেক কিছু।

সুবহানাল্লাহ! এগুলো সবই কি কলবকে আক্রমণ করে? হাঁ; এবং এর চেয়েও বড় কিছু ব্যাপার আছে।

ফলাফল

ফলাফল হচ্ছে এই যে, এই আক্রমণের পর কলব মোহর, তালাবন্ধতা এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং মানুষ প্রতিরোধ-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন তার অন্তর কালো হয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

সুস্থ অন্তরের কিছু অবস্থা ও গুণাবলি

যেরকম এই কলব কিছু রোগব্যাধির মুখোমুখি হয়, তেমনই কিছু ঈমানী বৈশিষ্ট্য এবং বন্দেগীর বিভিন্ন স্তরের প্রশংসনীয় কিছু গুণাবলিও এই কলব অর্জন করে থাকে। যেমন, নম্রতা, নমনীয়তা, একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা, আল্লাহ ﷻ-র জন্য ভালোবাসা, খোদাভীতি, দৃঢ়তা, ভয়, আশা, তওবা ইত্যাদিসহ আরও অনেক কিছু।

ফলাফল

ফলাফল সুস্থতা– إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ তবে যে ব্যক্তি সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে। [সুরা শুআরা: ৭৮-৭৯], সঞ্জীবন, ঈমান এবং সাদা অন্তরের অধিকারী হওয়া।

আত্মার পরীক্ষার ক্ষেত্রসমূহ

আত্মার পরীক্ষার ক্ষেত্র অনেক। সেগুলোর দিকে একটি মোটামুটি ইঙ্গিতই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। আমরা এসব ক্ষেত্রগুলোর দিকে ইঙ্গিত করতে চাই এজন্য যে, অনেক মানুষ মনে থাকেন যে, অন্তরের পরীক্ষা শুধু হয়ে থাকে প্রবৃত্তি এবং গুনাহখাতার বিষয়ে। কিন্তু অচিরেই দেখব, এগুলো হচ্ছে কলবের পরীক্ষার সমূহ ক্ষেত্র থেকে কয়েকটি মাত্র। আল্লাহ ﷻ বলছেন–

﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾

আমি তোমাদেরকে ভালো ও মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি। [সুরা আম্বিয়া: ৩৫]

Scanned by CamScanner

যেসব ক্ষেত্রে [পরীক্ষার ক্ষেত্র এবং কারণ এক নয়। ক্ষেত্র ব্যাপক। 'ইলম' পরীক্ষার ক্ষেত্র; কিন্তু পরীক্ষার কারণ নয়। 'মনোবৃত্তি' পরীক্ষার ক্ষেত্র ও কারণ দুইই।] কলবের পরীক্ষা হয়ে থাকে, সেগুলো থেকে কয়েকটি নিম্নরূপ–

০১. এবাদত

এবাদত যেমন, সালাত, সওম, সদকা, হজ ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র। এগুলোর মধ্যে এখলাস আছে কি না, এবং এগুলো লৌকিকতা মুক্ত কি না, সে কথা যাচাই করার জন্যই পরীক্ষা হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলছেন–

﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴾

এবং আমি তাদের আমলের দিকে মনোনিবেশ করব; অতঃপর সেগুলোকে আমি বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার মত করে দিব। [সুরা ফুরকান: ২৩]

রসুল ﷺ-র হাদীসে আছে–

إِيَّاكُمْ وَ شِرْكَ السَّرَائِرِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ مَا شِرْكُ السَّرَائِرِ؟ قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ.

তোমরা গুপ্ত শির্ক থেকে আত্মরক্ষা করো। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! গুপ্ত শির্ক কী? তিনি বললেন, একজন সালাত পড়তে দাঁড়ায়। মানুষ তার দিকে তাকিয়ে থাকে বলে আপ্রাণ চেষ্টা করে সে সালাতকে সুন্দর করে। এরকম মানুষকে দেখানোই হচ্ছে গুপ্ত শির্ক। [সহীহ ইবনে খুযাইমা: হাদীস নং- ৯৩৭]

এবাদত বিশুদ্ধ করা হয় কি না এবং নবী ﷺ থেকে যেভাবে বর্ণিত আছে, সেভাবে আদায় করা হয় কি না, এবাদতের ক্ষেত্রে তা-ও পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা করা হয় তাকওয়ার পর্যায়ও। আল্লাহ তাআলা বলছেন–

﴿ وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ﴾

Scanned by CamScanner

বরং তোমাদের নিকট থেকে তাঁর কাছে পৌঁছে শুধু তোমাদের তাকওয়া। [সুরা হজ: ৩৮]

এবাদতের ক্ষেত্রে যেই পরীক্ষা হয়, এগুলো তার সামান্য নমুনা মাত্র।

০২. ইলম

আত্মার পরীক্ষার সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র হচ্ছে ইলম। কত মানুষ এই পরীক্ষায় স্খলনের শিকার হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। অনেকেই ইলম হাসিল করে আল্লাহ ﷻ-র জন্য; তারপর গুপ্ত প্রবৃত্তি, নেতৃত্বের লোভ, প্রসিদ্ধি, মাদবরি, সমকালের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, বিবাদ-বিসম্বাদ, প্রতিপক্ষকে পরাস্থ করণ ইত্যাদি হীন বিষয়ের দিকে নিয়ত বদলে যায়।

হাদীসে আছে–

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَعْنِي رِيحَهَا.

যেই ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, তা কেউ দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্য অর্জন করে, তা হলে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। [সুনান আবু দাউদ: হাদীস নং- ৩৬৬৬]

০৩. দাওয়াত

আত্মার পরীক্ষার ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে স্পর্শকাতর ক্ষেত্র। দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ খুববেশি এই পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে থাকেন। অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ, প্রসিদ্ধি এবং সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের স্পৃহা– এগুলো সব এমন পরীক্ষা, যেগুলো দাওয়াতকে দায়ীর জন্য বিপর্যয় হিসেবে স্থির করে। নাউযু বিল্লাহ। আবার দাওয়াত থেকে বিরত থাকা অথবা আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টি বাদে ভিন্ন দিকে দাওয়াতকে প্রবাহিত করাটাও আরেক দূরারোগ্য ব্যাধি।

Scanned by CamScanner

০৪. বিরোধ ও বিবাদ

এটি হচ্ছে শয়তানের খামার ও চারণভূমিসমূহের অন্যতম। এজন্য আল্লাহ ﷻ মতবিরোধের আদর্শ পন্থার দিকে অবহিত করে বলেছেন–

﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সেই পন্থায়, যেটি অধিক সুন্দর। [সুরা নাহল: ১২৫]

অনেক সময় বিতর্ককারী হকের পক্ষেই মাঠে নামে; কিন্তু পরে সে আত্মপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। এখানেই আছে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা। আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ * ﴾

তোমরা কিতাবী সম্প্রদায়ের সাথে বিতর্ক করবে; তবে উত্তম পন্থায়। [সুরা আনকাবূত: ৪৬]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه যে বলেছেন, 'বিরোধ পুরোটাই অনিষ্টকর।' কথাটি তিনি সঠিক বলেছেন।

০৫. প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনা

এই বিষয়টি ইচ্ছা করেই পরে উল্লেখ করলাম। তার কারণ, বেশিরভাগ মানুষ আত্মার পরীক্ষাকে সম্পদ, বাড়ি-গাড়ি-নারী এবং সন্তান-সন্ততির কামনা বাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে থাকেন। এগুলোও নিঃসন্দেহে ফেতনা এবং পরীক্ষা–

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾

নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার বিষয়। [সুরা তাগাবুন: ১৫]

রসুল ﷺ-ও বলছেন–

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

Scanned by CamScanner

নিশ্চয় দুনিয়া মিষ্টি সবুজ-শ্যামল। আল্লাহ তোমাদেরকে সেখানে পাঠিয়েছেন। তিনি দেখছেন, তোমরা কেমন আমল করো। কাজেই তোমরা ভয় করো দুনিয়াকে এবং ভয় করো নারীসমাজকে। কেননা, বনী ইসরায়ীলের প্রথম ফেতনা সংঘটিত হয়েছিল নারীসমাজকে ঘিরে। [সহীহ মুসলিম: হাদীস নং- ৭১২৪]

কিন্তু যেসব ক্ষেত্রের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, আত্মার পরীক্ষায় সেগুলোর প্রভাব বেশি এবং অধিক কার্যকর। ওগুলো থেকে থেকে বেঁচে থাকা কলবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

০৬. শকসন্দেহ এবং বিশৃঙ্খলা

এই দুটি ক্ষেত্র আত্মার রোগব্যাধির ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অত্যন্ত বিস্তৃত। এগুলো অনেক রোগব্যাধির কারণ বটে। বিবরণ সামনে আসবে।

০৭. নেতৃত্ব ও পদ-পদবী

এই ক্ষেত্রে পতিত হয়ে কত হৃদয় বদলে গেছে এবং শত্রুতা সঞ্চয় করেছে। এই ক্ষেত্রে পতিত হওয়া থেকে খুব কম মানুষ নিরাপদ থাকে। এই ক্ষেত্রটিই বেশিরভাগ সময় হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও কীনার উৎসা সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

০৮. বংশগরিমা, আভিজাত্য এবং প্রভাব

আত্মার রোগব্যাধির জন্য এটি হচ্ছে উৎপাদনভূমি। বড়ত্ব, গৌরব ও অহঙ্কারের মত আত্মার রোগগুলো এই উৎপাদনভূমি থেকেই ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগগুলো জন্ম এখানে এবং বংশবৃদ্ধিও এখানে।

এখন আমরা আত্মার কিছু রোগব্যাধির কথা আলোচনা করতে পারি, যেগুলোর মাধ্যমে আত্মার পরীক্ষা হয় খুব বেশি। তবে তার আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কসংকেত উল্লেখ করছি।

Scanned by CamScanner

সতর্কবাণী

প্রথমত

সাবধান! কোন ভাই যদি এই রোগব্যাধিগুলো সম্পর্কে জানেন, তা হলে মানুষকে এগুলোর সাথে বিশিষ্ট করা যাবে না। এই রোগ কারও মধ্যে আছে বলে প্রকাশ করা যাবে না। যদি কেউ তা করে, তা হলে সে প্রথম অকৃতকার্য ব্যক্তি। কেননা, কলবের কর্মকাণ্ড বিচার করার হক কলবস্রষ্টার। মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলছেন–

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾

এরা ওইসব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরের বিষয় অবগত আছে। আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন; তাদেরকে উপদেশ দিন এবং তাদেরকে এমন উপযুক্ত কথা বলুন, যা তাদের হৃদয় স্পর্শ করে। [সুরা নিসা: ৬৩]

সঠিক কাজ হচ্ছে আমরা সেগুলো বুঝব এবং নিজেদের অন্তর ঠিক করব; অন্তরকে এইসব রোগ থেকে মুক্ত করব।

দ্বিতীয়ত

উপরোক্ত বিষয়ে যেমন মানুষকে সতর্ক হতে বলা হল। অতএব, অন্যের কলব নিয়ে ব্যস্ত হতে গিয়ে নিজের কলব সম্পর্কে উদাসীন হলে চলবে না। বন্ধুগণ! আসুন, শিক্ষাপ্রদ এই ঘটনাটি নিয়ে একটু ভাবি। উসামা ইবনে যায়েদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

Scanned by CamScanner

রসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হুরাকা নামক কবিলায় অভিযানে পাঠালেন। আমরা ভোরে কওমের উপর আক্রমণ করলাম। আমরা তাদেরকে পরাস্থ করে ফেললাম। একপর্যায়ে আমি এবং এক আনসারী ব্যক্তি মিলে শত্রুপক্ষের এক লোকের পিছু নিলাম। যখন আমরা তাকে আয়ত্বের মধ্যে এনে ফেললাম, তখন সে বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তখন আনসারী ব্যক্তি তার থেকে হাত গুটিয়ে নিল। কিন্তু আমি তাকে বর্ষা দিয়ে আক্রমণ করলাম এবং হত্যা করে ফেললাম। উসামা বলেন, তারপর আমরা যখন মদীনায় পৌঁছলাম, তখন খবরটি নবী ﷺ-র নিকট পৌঁছে গেল। তিনি আমাকে বললেন–

উসামা! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে?

আমি বললাম–

ইয়া রসুলাল্লাহ! সে তো বাঁচার কৌশল হিসেবে বলেছিল; সে তো নিষ্ঠার সাথে বলেনি।

উসামা বলেন–

নবীজী বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে?' একথা তিনি আমাকে লক্ষ করে বারবার বলতে লাগলেন। একপর্যায়ে আমি ভাবতে লাগলাম, ইস! আজকের আগে যদি মুসলমানই না হতাম!

অন্য বর্ণনায় আছে, 'তুমি তার হৃদয় চিরলে না কেন, তা হলে দেখতে পেতে অন্তর থেকে সে বলেছে কি না?' [সহীহ বুখারী: হাদীস নং- ৪২৬৯]

আল্লাহ্ ﷻ বলছেন–

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۡ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۭ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا﴾

Scanned by CamScanner

> মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহর রাস্তায় সফর করবে, তখন যাচাই করে নিয়ো এবং যে তোমাদের সালাম করে, তাকে বোলো যে, 'তুমি মুমিন নও'। তোমাদের উদ্দেশ্য দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করা। বস্তুত আল্লাহর কাছে রয়েছে অজস্র সম্পদ। ইতোপূর্বে তোমরা এমনই ছিলে। আল্লাহ তোমাদের উপর দয়া করেছেন। কাজেই যাচাই করে নিয়ো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত আছেন। [সুরা নিসা: ৯৪]

অতএব, এ প্রসঙ্গে সীমালঙ্ঘন এবং শৈথিল্য কোনটিই কাম্য নয়।

তৃতীয়ত

এসব রোগব্যাধি সম্পর্কে মানুষকে আমাদের বুঝাতে হবে; তাদের বাঁচবার পথ বাতলে দিতে হবে। সমাজের অনেই পুরো গাফলতের মধ্যে পড়ে আছে। আনুভূতিক রোগব্যাধি থেকে তাদের নিরাপদ থাকার চিন্তা আত্মিক রোগব্যাধি থেকে অনেক বেশি।

চতুর্থত

আত্মার রোগব্যাধি ও বিপর্যয়ের অনেক কারণ আছে। সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে–

০১. মূর্খতা

০২. ভ্রষ্টতা

০৩. প্রবৃত্তি ও পাপ

০৪. শকসন্দেহ

০৫. আল্লাহ ﷻ-র যিকির থেকে উদাসীনতা

০৬. মনস্কাম

০৭. কুসংসর্গ

০৮. হারাম খাওয়া, যেমন সুদ, ঘুস ইত্যাদি

Scanned by CamScanner

০৯. হারাম ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত

১০. গীবত ও চোগলখোরী

১১. দুনিয়া নিয়ে লিপ্ততা এবং দুনিয়াকে মুখ্য উদ্দেশ্য করা।

আত্মার কয়েকটি রোগ

০১. কপটতা

০২. লৌকিকতা

০৩. সন্দেহপ্রবণতা

০৪. কুধারণা

০৫. হিংসা-বিদ্বেষ

০৬. অহঙ্কার, আত্মমুগ্ধতা, অপরকে হীনকরণ ও অপরের সাথে বিদ্রূপ

০৭. শত্রুতা ও দুশমনি

০৮. নৈরাশ্য

০৯. রিপুতাড়িত হওয়া এবং গাইরুল্লাহর প্রেম

১০. গাইরুল্লাহর ভয়

১১. কুমন্ত্রণা

১২. পাষণ্ডতা

১৩. অন্যায়ের পক্ষে সংবদ্ধতা

Scanned by CamScanner

কপটতা [মুনাফিকী]

আত্মার রোগব্যাধির মধ্যে জটিলতম এবং মানুষের জন্য সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হচ্ছে কপটতা [তথা মুনাফিকী]। এর পরকালীন ফলাফল বিভীষিকাময়।

কেউ যেন একথা না ভাবেন যে, নবী ﷺ-র যুগের সমাপ্তি এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের মত প্রকাশ্য মুনাফিকদের নিঃশেষ হওয়ার মাধ্যমে মুনাফিকী সমাপ্ত হয়ে গেছে। বরং আজকের এই দিনে মুনাফিকীর ভয়াবহতা অতীতের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দীন সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন মুনাফিকীর বিষয়ে। এই যেমন ধরুন উমর ইবনুল খাত্তাব– নবীর সংসর্গ, ইলম, আমল এবং এখলাসের বিচারে তাঁর তুলনা তিনিই। তিনি হোযায়ফাকে শুধাচ্ছেন–

রসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে মুনাফিকদের মধ্যে গণনা করেননি তো?

হোযায়ফা رضي الله عنه বললেন–

না; তবে আপনার পরে আর কারও পবিত্রতা ঘোষণা করব না। [সহীহ বুখারী: সূত্রহীন হাদীস]

ইবনে আবু মুলাইকা رحمه الله। বড় বড় তাবেয়ীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি বলছেন, আমি নবী ﷺ-র ত্রিশজন সাহাবীকে পেয়েছিলাম, তাঁরা সবাই আত্মকপটতার ভয় করতেন।

এখন আমরা বলতে পারি, 'আমরা কি এমন ত্রিশজন লোক খুঁজে বের করতে পারব, যারা নিজেদের ব্যাপারে মুনাফিকীর ভয় করেন?'

Scanned by CamScanner

আল্লাহ ﷻ তাঁর কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় মুনাফিকদের নানান খাসলতের কথা আলোচনা করেছেন এবং আলোচনা করেছেন নবী ﷺ-ও। সেই খাসলতগুলো সম্পর্কে যদি কেউ চিন্তা করে, তা হলে সে জানতে পারবে, মুনাফিকীর বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষ ওইসব খাসলত গ্রহণ করতে দ্বিধা করছে না। এবং তারা স্বস্তিতেই আছে।

কিছু কিছু মানুষ বিচারকদের সম্পর্কে এবং তাদের ভুলত্রুটি সম্পর্কে কথা বলে; বিচারকদের ন্যায় অন্যায় গুলিয়ে ফেলার সমালোচনাও তারা করে। এমন কি তাদের বিচার এবং ফয়সালা নিয়েও কথা ওঠে। এরপর তারা সমাজের সামনে পশ্চিমাদের অবস্থা, তাদের বিচার-আচার এবং তাদের সমতার প্রশংসা করে। আল্লাহ ﷻ-র বিধান ছেড়ে দিয়ে এবং তাঁর আয়াতের সাথে কুফর করার কারণে পশ্চিমারা কেমন দুর্ভাগ্য, বিষাদবং ধ্বংসলীলার মধ্যে বাস করছে, সে কথা এসব লোক হয়তো জানে না; অথবা জেনেও নাজানার ভান করে থাকে। আল্লাহ ﷻ বলছেন–

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

তোমার রবের কসম! তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক মনে না করবে। অতঃপর আপনি যে ফয়সালা করবেন, তাতে মনের মধ্যে দুঃখ অনুভব না করবে এবং নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ না করবে। [সুরা নিসা: ৬৫]

এই বিষয় আজকাল কিছু কিছু আসরের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং [বন্ধুগণ!] মুনাফিকদের খাসলত অবলম্বনের বেলায়, তাদের রাস্তায় পা বাড়ানোর বেলায় এবং দীন ও দীনদার লোকদেরকে অপছন্দ করার বেলায় আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করুন।

Scanned by CamScanner

লৌকিকতা [রিয়া]

এটি একটি ভয়াবহ ব্যাধি। এটি গুপ্ত থেকে মানুষের আমলের গোড়া কাটে। খুব কম মানুষই এ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। হাদীসে এসেছে, আল্লাহ ﷻ বলেন–

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

আমি শির্ককারীদের শির্ক থেকে নির্ভীক। যে ব্যক্তি আমল করতে গিয়ে অন্যকে আমার সাথে শরীক সাব্যস্ত করে, আমি তাকে এবং তার শির্ককে পরিত্যাগ করি। [সহীহ মুসলিম: ৭৬৬৬]

অপর হাদীসে আছে–

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ

যে ব্যক্তি সুনামের উদ্দেশ্যে আমল করবে, আল্লাহ তার নিয়ত অনুসারে বদলা দিয়ে দিবেন; যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য আমল, আল্লাহ তারও নিয়ত অনুসারে বদলা দিয়ে দিবেন। [সহীহ বুখারী: হাদীস নং- ৬৪৯৯, সহীহ মুসলিম: হাদীস নং- ৭৬৬৭]

আল্লাহ ﷻ মুনাফিকদের খাসলত উল্লেখ করেছেন–

﴿يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

তারা মানুষকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে স্মরণ করে খুব সামান্যই। [সুরা নিসা: ১৪২]

এই রোগটি ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে মিসমিসে কালো পাথরের উপর অবস্থিত কালো চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম।

Scanned by CamScanner

﴿وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا﴾

আমি তাদের আমলের প্রতি মনোনিবেশ করব; অতঃপর সেগুলো বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপ করে দিব। [সুরা ফুরকান: ২৩]

শকসন্দেহ

আল্লাহ ﷻ বলছেন–

﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ﴾

সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা ফেতনা এবং অপব্যাখ্যা উদ্দেশ্যে কুরআনের রূপক বিষয়গুলোর অনুসরণ করে। [সুরা আল ইমরান: ০৭]

আল্লাহ ﷻ অন্যত্র বলছেন–

﴿وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾

তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে; সুতরাং তারা এখন সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। [সুরা তওবা: ৪৫]

অন্যত্র বলছেন–

﴿لَا يَزَالُ بُنْيَٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ رِيبَةً فِى قُلُوبِهِمْ إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ﴾

তাদের নির্মিত ঘর সবসময় তাদের অন্তরে সন্দেহ উদ্রেক করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তাদের অন্তর বিচূর্ণ হয়ে না যায়। [সুরা তওবা: ১১০]

আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

﴿أَفِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓا۟﴾

Scanned by CamScanner

তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না কি তারা সন্দেহে নিপতিত। [সুরা নূর: ৫০]

﴿وَ اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا﴾

এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওয়াদা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়। [সুরা আহযাব: ১২]

﴿وَّ لَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَ لِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْكٰفِرُوْنَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ﴾

যাতে কিতাবীরা এবং মুমিনগণ সন্দেহ না করে। আর যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কাফেররা বলে যে, আল্লাহ এই উদাহরণ দিকে কী বোঝাতে চেয়েছেন। [সুরা মুদ্দাস্সির: ৩১]

এটা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মক রোগ। এটা সবসময় মানুষের পিছনে লেগে থাকে এবং শেষে তাকে শির্ক ও কুফরে লিপ্ত করে।

এর চিকিৎসা হচ্ছে বেশি বেশি করে শয়তান থেকে আল্লাহ ﷻ-র কাছে পানাহ চাওয়া, অন্তরে উপনীত এই বিষয়কে ঘৃণা করা। আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে, আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রসুল ﷺ-র প্রতি ঈমানের দিকে রুজু করে, জাত ও সিফাতে আল্লাহ এক– একথা স্বীকার করার মাধ্যমে এই প্রবণতা প্রতিহত করতে হবে। হাদীসে এসেছে–

لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ.

মানুষ মনে মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে। এক পর্যায়ে তার মনে উদিত হয়, এই সৃষ্টিকে তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তা হলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? এমন কল্পনা কেউ যদি অনুভব করে, তা হলে সে যেন বলে, 'আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি।' [সহীহ মুসলিম: হাদীস নং- ৩৬০]

Scanned by CamScanner

অন্য বর্ণনায় আছে–

فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ.

তা হলে সে যেন আল্লাহর কাছে পানাহ চায় এবং বিরত হয়। [সহীহ মুসলিম: হাদীস নং- ৩৬২]

কুধারণা

আল্লাহ ﷻ-র প্রতি কুধারণা অন্তরের অনেক বড় ব্যাধি। এই প্রসঙ্গে ভাবার জন্য, এ থেকে সাবধান হওয়ার জন্য এবং এর ভয়াবহতা বয়ান করার জন্য আসুন, একটু তন্ময় হই।

এমন মানুষ আছে, যারা আল্লাহ ﷻ-র ব্যাপারে কুধারণা পোষণ করে। আল্লাহ ﷻ-র ওয়াদা, মুমিন এবং দায়ী মুজাহিদ বান্দাদেরকে তার সাহায্য করার বিষয়ে তারা ভ্রান্ত ধারণা লালন করে।

কিছু কিছু লোক তাদের রবের রিযিক দানের বিষয়ে খারাপ ধারণা পোষণ করে। কাজেই আপনি দেখবেন, তারা আল্লাহ ﷻ-র কর্তৃত্বাধীন বস্তুর চেয়ে মানুষের হাতে অবস্থিত বস্তুর উপর বেশি নির্ভর করে। তারা ধারণা করে, তাদের জীবিকা প্রশাসনের হাতে, কোম্পানির হাতে, কিম্বা মানুষের হাতে। আপনি দেখবেন, তারা এভাবেই হিসাব-নিকাশ করে এবং তারা ভুলে যায় আল্লাহ ﷻ-র উপর ভরসা এবং নির্ভর করার কথা। অথচ আল্লাহ ﷻ বলছেন–

﴿وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

দুনিয়ার বুকে যত বিচরণশীল প্রাণী আছে, সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর। [সুরা হুদ: ০৬]

Scanned by CamScanner

যারা আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে, তিনি তাদের নিন্দা করেছেন এবং তাদের এই কাজকে জাহেলী যুগের কর্ম সাব্যস্ত করেছেন–

﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾

তারা আল্লাহ সম্পর্কে পোষণ করে অযথার্থ জাহেলী যুগের ধারণা। [সুরা আল ইমরান: ১৫৪]

আল্লাহ ﷻ আরও বলেছেন–

﴿وَزَيَّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾

সেই ধারণা তোমাদের জন্য সুখকর বোধ হয়েছিল। তোমরা মন্দ ধারণা বশবর্তী হয়েছিলে এবং তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়। [সুরা আল-ফাতহ: ১২]

﴿وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ﴾

তোমাদের রব সম্পর্কে যেই ধারণা পোষণ করেছ, সেটাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। তোমরা হয়ে গেছ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। [সুরা হামিম সিজদাহ: ২৩]

﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾

যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে গেল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করতে লাগলে। [সুরা আহযাব: ১০]

﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾

মূলত তারা বেশিরভাগ আন্দাজ-অনুমানের উপর চলে; অথচ সত্যের বেলায় আন্দাজ-অনুমান কোনই কাজে আসে না। [সুরা ইউনুস: ৩৬]

﴿الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾

যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে, তাদের জন্য রয়েছে মন্দ পরিণাম। [সুরা আল-ফাতহ: ০৬]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾

মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা করা বেঁচে থাকো। নিশ্চয় কিছু কিছু ধারণা গুনাহ। [সুরা হুজরাত: ১২]

Scanned by CamScanner

নবী ﷺ উম্মতকে নসীহত করে বলছেন–

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

তোমরা ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকো। কেননা, ধারণা হচ্ছে প্রকট মিথ্যা। [সহীহ বুখারী: হাদীস নং- ৬০৬৬, সহীহ মুসলিম: হাদীস নং- ৬৭০১]

আমাদের কর্তব্য হবে আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে ধারণা সুন্দর করা। আল্লাহ ﷻ বান্দার সাথে বান্দার ধারণা অনুপাতে আচরণ করে থাকেন। হাদীসে আছে, নবী ﷺ আল্লাহর কথা উদৃত করে বলেছেন–

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ

বান্দার কাছে আমার অবস্থান তার ধারণামাফিক। অতএব, তার যা ইচ্ছা, তা-ই ধারণা করুক। [মুসনাদ আহমাদ: হাদীস নং- ১৬০১৬]

হিংসা ও বিদ্বেষ

আমাদের মধ্যে কে আছে, যারা হিংসাবিদ্বেষ মুক্ত? শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, হিংসা আত্মার ব্যাধিসমূহের অন্যতম। এটা প্রভাব বিস্তারকারী রোগ। খুব বেশি মানুষ এ থেকে নি.কৃতি পায় না। এজন্য বলা হয়–

مَا خَلاَ جَسَدٌ مِنْ حَسَدٍ. لَكِنَّ اللَّئِيْمَ يُبْدِيْهِ، وَالْكَرِيْمَ يُخْفِيْهِ.

কোন দেহ হিংসামুক্ত নয়; তবে কপট তা প্রকাশ করে বেড়ায়; আর ভদ্রলোক তা গোপন রাখে।

[দেখুন, رِسَالَةُ أَمْرَاضِ الْقُلُوْبِ وَشِفَاؤُهَا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ]

Scanned by CamScanner

এজন্য আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾

না কি আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দিয়েছেন, সে কারণে তারা মানুষকে হিংসা করে? [সুরা নিসা: ৫৪]

আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে হুকুম করেছেন সকাল-সন্ধ্যা হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে–

﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾

এবং (আশ্রয় প্রার্থনা করছি) হিংসুক থেকে, যখন সে হিংসা করে। [সুরা ফালাক: ০৫]

ইমাম বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকৃত হাদীসে আছে–

لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا

তোমরা পরস্পরে দুশমনি কোরো না, হিংসা কোরো না। [সহীহ বুখারী: হাদীস নং- ৬০৬৫, সহীহ মুসলিম: হাদীস নং- ৬৬৯০]

আবু হোরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، أَوْ قَالَ: الْعُشْبَ

তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, হিংসা নেক আমলকে সেভাবে খেয়ে ফেলে, আগুন যেভাবে জ্বালানী খেয়ে ফেলে। [সুনান আবু দাউদ: হাদীস নং- ৪৯০৫]

হাসান বসরী বলেন, 'হিংসাকে তোমার অন্তরে লুকিয়ে রাখো। তা হলে সে তোমার কোন ক্ষতি করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার কারণে হাত বা জিহ্বা সীমালঙ্ঘন না করবে।'

[দেখুন, رِسَالَةُ أَمْرَاضِ الْقُلُوْبِ وَشِفَاؤُهَا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ]

এখন আসা যাক হিংসার চিকিৎসা প্রসঙ্গে। শাইখুল ইসলাম رحمه الله হিংসার চিকিৎসা প্রসঙ্গে খুব সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলছেন, 'যে ব্যক্তি তার অন্তরে অন্যের ব্যাপারে হিংসা অনুভব করবে, তার

Scanned by CamScanner

কর্তব্য হবে তাকওয়া ও সবর অবলম্বন করা। তা হলে আপনা-আপনিই তার অন্তর হিংসাকে ঘৃণা করা শুরু করবে।'

[দেখুন, رِسَالَةُ أَمْرَاضِ الْقُلُوْبِ وَشِفَاؤُهَا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ]

যেহেতু হিংসা থেকে তেমন কেউ রক্ষা পায় না, বিশেষত নারীসমাজ এবং সাধারণ মানুষ মোটেই মুক্ত থাকতে পারে না। এজন্য আমার ইচ্ছা হচ্ছে হিংসা এবং ঈর্ষার মধ্যকার পার্থক্য উল্লেখ করে দিই। প্রথমটি নিন্দনীয়; পরেরটি নয়।

হিংসুক অন্যের সুখের বিলুপ্তি কামনা করে।

আর দ্বিতীয় জন চায় যে, অপর ভাইয়ের সুখ বিলুপ্ত না হয়ে তার-ও হাসিল হোক।

হাদীসে এসেছে–

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

দুইজন বাদে আর কারও সাথে ঈর্ষা করা চলে না; একজনকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং তা ন্যায় কাজে ব্যয় করারও তৌফীক দিয়েছেন। আরেক জনকে আল্লাহ দীনের জ্ঞান দান করেছেন, সে তদনুযায়ী বিচার করে এবং অন্যকে শিক্ষা দান করে। [সহীহ বুখারী: হাদীস নং- ১৪০৯, সহীহ মুসলিম: ১৯৩৩]

বুখারী ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে–

لاَ حَسَدَ إِلاَّ عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ هَذَا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ.

দুইজন বাদে আর কারও সাথে ঈর্ষা করা চলে না; একজন আল্লাহ তাআলা এই কিতাব (কুরআন) দান করেছেন, সে দিবারাত্রি তা অধ্যয়ন করে। আরেক জনকে আল্লাহ ﷻ সম্পদ দিয়েছেন, সে দিবারাত্রি তা সদকা করে। [সহীহ মুসলিম: হাদীস নং- ১৯৩১]

Scanned by CamScanner

অহঙ্কার, আত্মমুগ্ধতা, অপরকে তুচ্ছ জ্ঞানকরণ ও বিদ্রুপ করণ

আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ﴾

তাদের অন্তরে আছে শুধু আত্মম্ভরিতা, যা অর্জনে তারা সফল হবে না। [সুরা মুমিন: ৫৬]

আল্লাহ ﷻ অন্যত্র বলেছেন–

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾

আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা দুনিয়াতে না-হক অহঙ্কার করে। [সুরা আ'রাফ: ১৪৬]

তিনি আরও বলেছেন–

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

[পরকালীন (শান্তির) আমি তাদেরকে দান করব, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। বস্তুত শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। [সুরা কাসাস: ৮৩]

অন্যত্র বলেছেন–

﴿كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾

এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহঙ্কারী স্বৈরাচারীর অন্তরে মোহর এঁটে দেন। [সুরা মুমিন: ৩৫]

Scanned by CamScanner

আরেক আয়াতে আছে–

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾

নিশ্চয় তিনি অহঙ্কারীদের ভালোবাসেন না। [সুরা নাহল: ২৩]

আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا﴾

আর হোনাইনের দিন, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য আত্মমুগ্ধ করে ফেলেছিল। কিন্তু তোমাদের সংখ্যাধিক্য কোন উপকারে আসেনি। [সুরা তওবা: ২৫]

লোকমান যে তদীয় পুত্রকে নসিহত করেছিলেন, তার মধ্যে আছে–

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾

জমীনের উপর তুমি দম্ভ ভরে পদচারণ কোরো না। [সুরা লুকমান: ১৮]

আত্মপ্রশংসা আরেক বালা। কেমন বালা? আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ﴾

অতএব, তোমরা আত্মপ্রশংসা কোরো না। তিনি ভালো জানেন, সে সংযমী? [সুরা নাজ্‌ম: ৩২]

তিনি আরও বলেছেন–

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পুতঃপবিত্র বলে থাকে; বরং আল্লাহ পবিত্র করেন, যাকে ইচ্ছা তাকেই। [সুরা নিসা: ৪৯]

আল্লাহ ﷻ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে নিষেধ করেছেন–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ﴾

মুমিনগণ! কেউ যেন অপরকে উপহাস না করে। কেননা, সে তার চেয়ে উত্তম হতে পারে। কোন নারীও যেন অপর কোন নারীকে

Scanned by CamScanner

উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। [সুরা হুজরাত: ১১]

উপহাস একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি–

﴿قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ﴾

বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর হুকুম-আহকাম এবং তাঁর রসুলের সাথে বিদ্রূপ করতে? ছলনা কোরো না, তোমরা তো কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। [সুরা তাওবা: ৬৫-৬৬]

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٢٩﴾ وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ﴾

যারা অপরাধী, তারা মুমিনদের সাথে উপহাস করত। তারা যখন মুমিনদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করত, তখন তারা চোখ টিপে ইশারা করত। [সুরা মুতাফ্ফিফীন: ২৯-৩০]

রসুল ﷺ বলছেন–

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.

যার অন্তরে র্যারা বরাবর অহঙ্কার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। [সহীহ মুসলিম: হাদীস নং- ২৭৫]

তিনি আরও বলছেন–

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

একজন মুসলমানের অন্যায় হিসাবে তার অপর মুসলমান ভাইকে ছোট জ্ঞান করাই যথেষ্ট। [সহীহ মুসরিম: হাদীস নং- ৬৭০৬]

আমাদের এই যামানায় অপরকে ছোট জ্ঞান করা এবং বড়াই ও তাকাব্বুরী করা বিষয়টি খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই আপনি একজনকে দেখবেন, সে আরেক জনকে অবজ্ঞা করছে, কারণ তার লেখাপড়া কম; তার মর্যাদা কম; তার চাকরি ছোট, সে গরীব মানুষ অথবা সে নিম্ন বংশের। আরও কত কারণ আছে।

Scanned by CamScanner

হাদীসে আছে, নবী ﷺ বলেছেন–

لاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي الجَبَّارِين، فَيُصِيبَهُ مَا أَصَابَهُمْ.

মানুষ অহঙ্কার করতে থাকে, একপর্যায়ে তার নাম স্বৈরাচারীদের তালিকায় লেখা হয়। তারপর তাদের ভাগ্যে যা জুটবে, তার ভাগ্যেও তা-ই জোটে। [সুনান তিরমিযী: হাদীস নং- ২০০০]

কিছু কিছু মানুষ তাদের চেয়ে নিচু পদের, অথবা কম মর্যাদার লোকদেরকে ভাই বলে সম্বোধন করতে ইতস্তত করে। বরং বিষয়টি তাদের কাছে শিষ্টাচার, ভদ্রতা বর্হিভূত এবং রুচিবিরুদ্ধ বলে মনে হয়। এগুলো সব হয় প্রভাব-প্রতিপত্তি রক্ষার দোহাই দিয়ে।

এই হতভাগারা কীভাবে বুঝবে যে, যাকে তারা নীচু ভাবছে, সে হয়তো আল্লাহ ﷻ-র কাছে তাদের প্রিয় এবং হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ হতে পারে। রসুল ﷺ বলছেন–

رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بالأَبْوابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ.

অনেক আলুথালু চুল ও ধূসর চেহারার লোক আছে, যাদেরকে দরজা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তারা যদি আল্লাহর নামে কসম করেন, তা হলে আল্লাহ তা পুরা করে দেন। [সহীহ মুসলিম: হাদীস নং- ৬৮৪৮]

এখানে যে বিষয়টি সম্পর্কে সাবধান করা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে নেককারদের সাথে উপহাস করার বিষয়টি। এটি একটি ভয়ানক ব্যাপার।

আল্লাহ ﷻ বলছেন–

﴿قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ﴾

বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর হুকুম-আহকাম এবং তাঁর রসুলের সাথে বিদ্রূপ করতে? ছলনা কোরো না, তোমরা তো কাফের হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর। [সুরা তাওবা: ৬৫-৬৬]

Scanned by CamScanner

ইসলামের নিদর্শন যেমন, দাড়ি, পর্দা এবং পোশাক ইত্যাদি নিয়ে উপহাস করারও একই কথা। এগুলো নিয়ে যে ব্যাক্তি উপহাস করবে, তার মুরতাদ হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। নাউযু বিল্লাহ। আমাদের উচিত, এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া এবং ভাইবন্ধুদেরকে সতর্ক করা। বিষয়টি ভয়ঙ্কর।

শত্রুতা ও দুশমনি

মুমিন মুত্তাকীদের দোআর মধ্যে উল্লেখ আছে–

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا

হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রবর্তী ভাইদেরকে ক্ষমা করো। আমাদের অন্তরের ঈমানদারদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা রেখো না। [সুরা হাশর: ১০]

জান্নাতে মুমিনদের মর্যাদা কেমন হবে, সেই সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে আল্লাহ ﷻ বলছেন–

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾

তাদের অন্তরে যেই শত্রুতা ছিল, তা আমি বের করে দিয়েছি। তারা ভাই ভাই হয়ে সামনা-সামনি আসনে বসবে। [সুরা হিজর: ৪৭]

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾

আমি তাদের অন্তরের দুশমনি আমি বের করে দিয়েছি। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরণিসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। [সুরা আ'রাফ: ৪৩]

Scanned by CamScanner

আমরা এই ব্যাধি সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনার বেলায় নীচের এই শিক্ষাপ্রদ ঘটনাটি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে পারি। ঘটনাটি হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস ﵄-র। তিনি এমন যুবক, যাকে প্রতিপালন করেছেন রসুল ﷺ। তিনি তাঁকে আদব-শিষ্টাচার শিখিয়েছেন; তালীম দিয়েছেন। তিনি প্রতিপালিত হয়েছেন, ইজ্জত, শক্তি ও ইলমের উৎসভূতিতে। আমাদের আজকালের যুবকদের মত নয়, যাদেরকে হিসাববিজ্ঞান এবং শিল্পকলা ইত্যাদি প্রলুব্ধ করে রেখেছে। অথচ সেগুলো তাদের জন্য ক্ষতিকর; উপকারী নয়।

ইমাম আহমাদ ﵀ আনাস ﵁-র হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা রসুলুল্লাহ ﷺ-র সাথে বসে ছিলাম। একসময় নবীজী বললেন, এখন তোমাদের সামনে একজন জান্নাতী মানুষ উদ্ভাসিত হবেন। তখন একজন আনসারী লোককে দেখা গেল। তার দাড়ি থেকে উযুর নিংড়ে পড়ছিল। তার জুতোজোড়া বাম হাতে রাখা। পরের দিনও রসুলুল্লাহ ﷺ একই কথা বললেন। তখনও সেই আগের লোকটিকে আগের দিনের অবস্থায় দেখা গেল। তারপর যখন তৃতীয় দিন হল, রসুলুল্লাহু ﷺ আগের মত কথাই বললেন। তখনও সেই আগের লোকটিকে আগের অবস্থায়ই দেখা গেল। তারপর রসুলুল্লাহ ﷺ যখন উঠে গেলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস লোকটিকে অনুসরণ করতে লাগলেন। লোকটিকে লক্ষ করে বললেন–

আমি আমার পিতার সাথে ঝগড়া করেছি। কাজেই আমি কসম করেছি, আমি তাঁর বাড়িতে তিনদিন প্রবেশ করব না। আপনি যেখানে যাবেন, সেখানে যদি আপনি আমাকে নেন, তা হলে নিতে পারেন।

লোকটি বলল–

আচ্ছা।

আনাস বলেন, আবদুল্লাহ বয়ান করতেন যে, তিনি সেই তিনটি রাত তাঁর সাথে কাটালেন। কিন্তু তিনি তাঁকে রাতে উঠে কোন এবাদত করতে দেখলেন না। তবে যখন তার ঘুম ভাঙত এবং তিনি বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন, তখন যিকির করতেন এবং আল্লাহু আকবার

Scanned by CamScanner

বলতেন। এরপর একেবারে ফজরের সালাতের জন্য উঠতেন। আবদুল্লাহ বলেন, তবে আমি তাকে ভালো ছাড়া মন্দ কোন কথা বলতে শুনিনি। তারপর যখন তিন রাত অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন আমি তার আমলকে মনে মনে অতিসামান্য জ্ঞান করে বললাম–

আল্লাহর বান্দা! আমার বাবার সাথে আমার কোন বিবাদ হয়নি এবং কোন বর্জনের ঘটনাও ঘটেনি। তবে আমি রসুলুল্লাহ ﷺ-কে তিনবার বলতে শুনেছি, 'এখন তোমাদের সামনে একজন জান্নাতী মানুষ উদ্ভাসিত হবেন।' তখন তিনবারই আপনি উদ্ভাসিত হয়েছেন। এর কারণেই আমি আপনার সরণাপন্ন হয়েছিলাম, আপনার আমল দেখার জন্য। যাতে আমি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি। কিন্তু আপনাকে তো তেমন বড় কোন আমল করতে দেখলাম না। তা হলে রসুলুল্লাহ ﷺ যে মর্তবার কথা বললেন, সে পর্যন্ত আপনি কীভাবে পৌঁছলেন?

তিনি বললেন–

আমার আমল তুমি যা দেখলে এ-ই।

আবদুল্লাহ বলেন, তারপর যখন আমি ফিরে আসতে লাগলাম, তখন তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন–

আমার আমল তুমি যা দেখলে, তাক-ই। তবে আমার অন্তরে কোন মুসলমানের উদ্দেশ্যে দুশমনি খুঁজে পাই না এবং আল্লাহ ﷻ মানুষকে যা দিয়েছেন, সে জন্য কোন হিংসা করি না।

তখন আবদুল্লাহ বললেন–

এই বস্তুটাই আপনাকে ওই পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। এই বস্তুটা অনুসরণ করা সম্ভব নয়। [মুসনাদ আহমাদ: হাদীস নং- ১২৬৯৭]

হাঁ, এটাই হচ্ছে মুসলমানের ভালোবাসা দিয়ে হৃদয় পূর্ণ করা, তাদেরকে মাফ করে দেওয়া এবং তাদের কর্মকাণ্ডের ধৈর্য ধারণ বদলা।

Scanned by CamScanner

মুসলমান ভাই আমার! আসুন, ইমাম মুসলিমের বর্ণনা করা এই হাদীসটি নিয়ে আমরা একটু ভাবি। আবু হোরায়রা ﵁ রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন–

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং যারা আল্লাহর সাথে কোনকিছু শরীক করে না, তাদের সবাইকে মাফ করে দেওয়া হয়। তবে সেই লোককে মাফ করা হয় না, যার ভাইয়ের তার শত্রুতা আছে। বলা হয়, 'এরা সমঝোতা না করা পর্যন্ত এদেরকে মাফ করার বিষয় মুলতবি রাখো; এরা সমঝোতা না করা পর্যন্ত এদেরকে মাফ করার বিষয় মুলতবি রাখো; এরা সমঝোতা না করা পর্যন্ত এদেরকে মাফ করার বিষয় মুলতবি রাখো।' [সহীহ মুসলিম: হাদীস নং- ৬৭০৯]

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বলেছেন, শত্রুতার মধ্যে মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। কাজেই শত্রুতাপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি অত্যন্ত পীড়া ভোগ করতে থাকে। এটা হচ্ছে নগদ শাস্তি। পরকালীন শাস্তি আরও ভয়াবহ; আরও বিভীষিকাময়।

Scanned by CamScanner

নৈরাশ্য

বিপদ স্থায়ী হলে এবং আল্লাহ ﷻ-র সাহায্য আসতে বিলম্ব হলে এই নৈরাশ্যের রোগ সৃষ্টি হয়। ফলে আল্লাহ ﷻ-র সাহায্য এবং ওয়াদার ব্যাপারে অনেক লোক নিরাশ হয়ে এবং দাওয়াত ও আমল ছেড়ে দিয়ে বসেছে। এর চেয়ে বড় কথা, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ ﷻ-র ওয়াদা এবং ধমকির ব্যতিক্রম হতে পারে, এই বিশ্বাস তৈরি হওয়া।

আমরা সবসময় শুনতে পাচ্ছি যে, কিছু লোক পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, এই তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়ার কারণে। তারা বলে, আল্লাহ ﷻ-র দুশমনরা সুদৃঢ় হচ্ছে; বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাদের কব্জা শক্তিশালী হচ্ছে; রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়াদি এখন তাদের হাতের মুঠোয়। এখন আর ইসলামের জয় বা ইসলামের ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

আমার এক বন্ধু এক নেককার লোকের গল্প শুনিয়েছেন। লোকটি দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত ছিল। তারপর সে তা ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দেওয়ার পর তার বন্ধুরা তার কাছে এল এবং তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করল। তখন সে বলল, আমেরিকা, আমেরিকার সাজসরঞ্জাম এবং তাদের চৌকস দৃষ্টি সম্পর্কে গাফলতিতে বসবাস করে আমরা দাওয়াতের কাজে সফল হতে পারব? এখানে কোন বিষয় উহ্য আছে? এমতাবস্থায় আমরা কিছু করতে পারব? এরকমই ছিল লোকটি বক্তব্য।

এই হতভাগা ভুলে গেছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ–

﴿غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

Scanned by CamScanner

সবকিছুর উপর পরাক্রমশালী; কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তা জানে না। [সুরা ইউসুফ: ২১]

এই যে যেমন মুসা ﷺ-র কাহিনী। তাঁর জীবন ও দাওয়াত কার্যক্রমের প্রতিটা পদক্ষেপে আল্লাহ ﷻ-র সাহায্য আসা, জালেমদের প্রতিহত হওয়া এবং দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর সুদৃঢ় হওয়ার বর্ণনা তুলে ধরছে সেই কাহিনী। আমরা আল্লাহ ﷻ-র এই বাণীটি নিয়ে ফিকির করতে পারি–

﴿فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ﴾

তখন ফেরাউনের পরিবার তাঁকে উঠিয়ে নিল, যাতে সে তাদের শত্রু এবং দুঃখের কারণ হতে পারে। নিশ্চয় ফেরাউন, হামান এবং তাদের সেনাবাহিনী ছিল ছিল অপরাধী। [সুরা কাসাস: ০৮]

অপর বাণী–

﴿فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

[তারপর আমি তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যেন চক্ষু শীতল হয়, তিনি দুঃখ না করেন এবং তিনি জেনে নেন যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য; কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তা জানে না। [সুরা কাসাস: ১৩]

আল্লাহ ﷻ-র অপর বাণী–

﴿وَ جَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ۖ قَالَ يٰمُوْسٰۤى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ﴾

তখন শহরের প্রান্ত থেকে এক লোক দৌড়ে এল। বলল, হে মুসা! নিশ্চয় পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার জন্য পরামর্শ করছে। তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। [সুরা কাসাস: ২০]

যখন তার কওমের কেউ কেউ বলল–

إِنَّا لَمُدْرَكُونَ

Scanned by CamScanner

নিশ্চয় আমরা ধৃত হয়ে যাচ্ছি। [সুরা শুআরা: ৬১]

তখন তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন–

﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾

সে বলল, না; কক্ষণও নয়; নিশ্চয় আমার সাথে আমার রব আছেন, তিনি অবশ্যই আমাকে পথ দেখাবেন। [সুরা শুআরা: ৬২]

এভাবেই নবীদের কাহিনী ঐশী দাওয়াত সংরক্ষণ এবং জালেম বিদ্রোহীদের দমনের গল্প বয়ান করে। একসময় ঐশী দাওয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়।

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾

যাদেরকে পৃথিবীতে দুর্বল করা হয়েছিল, আমি ইচ্ছা করি তাদেরকে অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতা করতে, তাদেরকে উত্তরাধিকারী করতে এবং দুনিয়াতে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে। [সুরা কাসাস: ০৫-০৬]

এখানে একজন সাধারণ মানুষের প্রসিদ্ধ একটি গল্প উল্লেখ করব। সেটি প্রকাশ করে দৃষ্টির স্বচ্ছতা এবং অন্তরের নির্মলতা। আমাদের পূর্বপুরুষগণ উল্লেখ করেছেন যে, একটি শহর অবরোধ করার সময় লোকজন শত্রুদের বিমান হামলা সম্পর্কে কথা তুলল। কেউ কেউ ঘাবড়ে গেল এবং ভীত হয়ে পড়ল। পরে তারা বিমানের দেখা পেল না। এক বেদুইন এগিয়ে এসে অন্যদেরকে বলল, আচ্ছা, এই যে বিমানের কথা বলছ তোমরা, সেটা আসলে কী জিনিস? তারা বলল, একটি জিনিস আমাদের উপর উড়ে আসবে এবং আমাদেরকে লক্ষ করে বোম ফেলবে। বেদুইন স্বাভাবিক ও সুস্থ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, সেটা কি আল্লাহ ﷻ-র চেয়ে শক্তিশালী; না কি আল্লাহ ﷻ তার চেয়ে শক্তিশালী? তারা উত্তর দিল, অবশ্যই আল্লাহ ﷻ তার চেয়ে অনেক... ঊর্ধ্বে। বেদুইন বলল, তা হলে সেটা যেন তোমাদেরকে পেরেশান না করে।

আজ এরকম সুস্থ প্রকৃতির মানুষেরই বড্ড অভাব।

Scanned by CamScanner

আরেকটি গল্প বলছি বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য। তবে কাহিনীর নায়ক একজন কবি, দুষ্ট এবং উম্মাদ লোক। গল্পটি হচ্ছে, একবার আরব দেশগুলোর এক কর্ণধার ব্যক্তি বললেন, ফিলিস্তিনের শতকরা ৯৯ ভাগ বিচার-আচার আমেরিকার হাতে। তার মানে আমেরিকার কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং সমস্ত কর্মকাণ্ডের চাবি তার কাছে ছেড়ে দিতে হবে। তখন এই দুষ্ট কবি উত্তর দিল–

وَلْتَعْلَمْ أَمْرِيكَا أَنَّهَا لَيْسَتْ هِيَ اللهَ الْعَزِيْزَ الْقَدِيْرَ

وَلَنْ تَمْنَعَ الطَّائِرَ مِنْ أَنْ يَطِيْرَ

[জেনে রাখুক আমেরিকা, সে মহাপরাক্রমশালী খোদা হয়ে বসেনি; সে পারবে না, পাখির উড়া বন্ধ করতে।]

(কবিদের স্বভাবের মধ্যে মিথ্যার প্রবণতা আছে, তবে এই কবির এই কথাটি সত্য।)

সুতরাং আমাদের এই ব্যাধি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং আল্লাহ ﷻ-র এই বাণীটি নিয়ে ফিকির করতে হবে–

﴿اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا﴾

[আজ তোমাদের দীন সম্পর্কে কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় কোরো না; ভয় করো আমাকে। আজ আমি তোমাদের জন্য দীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিলাম আমার নেয়ামতসমূহ। আর তোমাদের জন্য মনোনীত করে দিলাম ইসলামকে ধর্ম হিসাবে। [সুরা মায়িদা: ০৩]

শেষে আসুন আমরা চিন্তা করি আল্লাহ ﷻ-র এই বাণীটি নিয়ে–

﴿يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ﴾

ছেলেরা! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে অনুসন্ধান করো এবং তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় কেবল কাফের সম্প্রদায়। [সুরা ইউসুফ: ৮৭]

Scanned by CamScanner

প্রবৃত্তি অনুসরণ ও গাইরুল্লাহর প্রেম

কোন দিন বান্দার ভালোবাসা, গাইরুল্লাহর জন্য হওয়া এবং তার বন্ধুত্ব, প্রেম প্রবৃত্তি ও সাধ দুনিয়ার জন্য সাব্যস্ত হওয়া– এ হচ্ছে মহাবিপদ এবং অন্তরের জন্য ঘাতক বিষ সমতুল্য। নিঃসন্দেহে এগুলো এরকম বান্দাকে ধ্বংস এবং বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। আসুন, আমার সঙ্গে এই আয়াতগুলো নিয়ে ভাবনায় শরীক হোন–

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ﴾

[সেগুলো কিছু নাম ছাড়া তো কিছু নয়, যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা স্থির করেছ; সেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ কোন দলিল নাযিল করেননি। তারা শুধু অনুমান এবং মনের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে। অথচ তাদের কাছে এসেছে তাদের রবের পক্ষ থেকে নির্দেশনা। [সুরা আন-নাজ্‌ম: ২৩]

﴿كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ﴾

[ওই ব্যক্তির মত, যাকে শয়তান বনভূমিতে বিপথগামী করে ছেড়ে দিয়েছে। [সুরা আনআম: ৭১]

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾

ওই ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর নির্দেশনা বাদ দিয়ে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে? [সুরা আল-কাসাস: ৫০]

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾

Scanned by CamScanner

[তুমি কি তার প্রতি লক্ষ করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্য স্থির করেছে এবং আল্লাহ তাকে জেনেবুঝেই পথভ্রষ্ট করেছেন? [সুরা আল-জাসিয়া: ২৩]

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾

আল্লাহ এদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরা নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে। [সুরা মুহাম্মাদ: ১৬]

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

অনেক লোক নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না জেনে পথভ্রষ্ট করে। [সুরা আনআম: ১১৯]

প্রবৃত্তি অন্তরের বড় একটি রোগ। চাই প্রবৃত্তির সাধারণ অর্থই নেওয়া হোক, অথবা বিশেষ অর্থ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ 'প্রেম মানুষকে অন্ধ এবং বধির করে' শীর্ষক আলোচনার মধ্যে বলেন, এজন্যই কবি বলেছেন–

عَدُوٌّ لِّمَنْ عَادَتْ، وَسِلْمٌ لِأَهْلِهَا وَمَنْ قَرَّبَتْ لَيْلَى أَحَبَّ وَأَقْرَبَا

লাইলি যাকে শত্রু জ্ঞান করেন, আমি তার শত্রু; তিনি যাকে কাছে টানেন, সে আমার প্রিয় এবং নিকটজন।

[দেখুন, رِسَالَةُ أَمْرَاضِ الْقُلُوْبِ وَشِفَاؤُهَا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ]

এই ব্যক্তি বন্ধুতা ও শত্রুতার সূত্র ঠিক করেছে লাইলিকে; আল্লাহ ﷻ-কে নয়।

শাইখুল ইসলাম আরও উল্লেখ এক ব্যক্তির গল্প করেছেন। সে একজন কালো মেয়েকে ভালোবাসত। তার ভালোবাসা আজব রকমের। মেয়েটি তার হৃদয়ের সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। তাই সে বলছে–

أُحِبُّ لِحُبِّهَا السُّوْدَانَ حَتَّى أُحِبَّ لِحُبِّهَا سُوْدَ الْكِلَابِ.

[আমি তার কারণে ভালোবাসিকে নিগ্রোদেরকে; এমন কি তার ভালোবাসার উম্মাদনায় আমি কালো কুকুরকেও ভালোবাসি।]

আবশ্যক হল, আমাদের ভালোবাসা, আমাদের শত্রুতা, আমাদের দান, আমাদের বারণ, আমাদের কর্ম এবং আমাদের বর্জন– সব হবে লা-

Scanned by CamScanner

শরীক আল্লাহ ﷻ-র জন্য। রসুল ﷺ-র এই হাদীসটির উপর আমল করার জন্য–

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসে এবং আল্লাহর জন্য দুশমনি করে, আল্লাহর জন্য দান করে এবং আল্লাহর জন্য বারণ করে, তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। [সুনান আবু দাউদ: হাদীস নং-৪৬৮৩]

সর্বনিকৃষ্ট কিসিমের ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-র দুশমনদেরকে ভালোবাসা।

গাইরুল্লাহর ভয়ভীতি

আল্লাহ ﷻ বলছেন–

﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ﴾

সুতরাং মানুষকে ভয় কোরো না; ভয় করো আমাকে। [সুরা মায়িদা: ৪৪]

আল্লাহ ﷻ আরও বলছেন–

﴿فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

(তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর?) অথচ বেশি ভয়ের যোগ্য হলে আল্লাহ; যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। [সুরা তওবা: ১৩]

যাদের অন্তরে রোগ আছে, তাদের খাসলত হচ্ছে তারা বলে থাকে–

﴿يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾

তারা বলে, আমাদের ভয় হয় যে, আমাদেরকে কোন ঘূর্ণিপাক পেয়ে বসবে। [সুরা মায়িদা: ৫২]

Scanned by CamScanner

যারা ঈমানদার এবং যাদের অন্তর সুস্থ, তাদের বৈশিষ্ট্য–

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

যাদেরকে কিছু লোক বলল, লোকজন তোমাদের মোকাবেলা করার জন্য একত্র হয়েছে; অতএব, তোমরা তাদেরকে ভয় করো। একথা শুনে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেল এবং তারা বলল, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না চমৎকার তত্ত্বাবধায়ক। [সুরা আল-ইমরান: ১৭৩]

এখানে এক প্রকার স্বভাবজাত ভীতি আছে, যেটাকে দোষণীয় বলা যায় না। যেমন কোন ব্যক্তির মানব কিম্বা প্রাণী দুশমনকে ভয় করা। তবে ঈমানী ভয় শুধু হয় আল্লাহ ﷻ থেকে।

গাইরুল্লাহর ভয় না থাকা অন্তরের শক্তি এবং বাহাদুরীর দলিল; যেরম সেটা দলিল ঈমানের। ইমাম আহমাদ বলেছেন, তুমি যদি সুস্থ হয়ে থাক, তা হলে কাউকে ভয় করবে না; অর্থাৎ কোন মাখলুককে ভয় করবে না।

কুমন্ত্রণা

ব্যাপক এবং সর্বগ্রাসী একটি ব্যাধি। বেশিরভাগ মানুষের সাথেই খেলতামাশা করে এবং তাদের ফরয-ওয়াজিব ও এবাদত-বন্দেগী ধ্বংস করে। শেখ সাদীকে এই কুমন্ত্রণার চিকিৎসা সম্পর্কে জিজ্ঞাস করার পর তিনি জওয়াবে বলেছিলেন, আল্লাহ ﷻ-র কাছে সুস্থতা চাওয়া, তাঁর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করা এবং একে প্রতিহত করার জন্য হিম্মত করা ছাড়া এর আর কোন

Scanned by CamScanner

চিকিৎসা নেই। এর সম্পর্কে অন্যমনস্ক হলে এবং এর সম্পর্কে চিন্তাভাবনা বর্জন করলে, এই রোগ দূর হয়ে যাবে। তার কারণ, মানুষের মধ্যে যখন কুমন্ত্রণা অব্যাহত থাকে, তখন সেটা কঠিন এবং সুদৃঢ় হয়। আর যখন সেটা রোধ করার জন্য হিম্মত করা হয় এবং সে সম্পর্কে অমনোযোগের পথ অবলম্বন করা হয়, তখন তা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ ﷻ সর্বজ্ঞাত।

আল্লাহ ﷻ সুরা 'নাসে'র মধ্যে আমাদেরকে এই বিষয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হুকুম করেছেন–

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿٦﴾

বলো, আমি আশ্রয় কামনা করছি মানুষের রবের। মানুষের অধিপতির। মানুষের মাবুদের। কুমন্ত্রণা দানকারী আত্মগোপনকারী থেকে। যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। জ্বিন ও ইনসান থেকে। [সুরা নাস: ০১-০৬]

অন্তরের পাষণ্ডতা

এটি এমন একটি রোগ, যা থেকে অসংখ্য রোগ জন্ম গ্রহণ করে। এর কারণে অন্তরের কার্যক্রমে অনেক বাধাবিপত্তি আসে। ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আল্লাহ ﷻ-র ইচ্ছায় এই ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকা যায়। এই রোগের ভয়াবহতা প্রকাশ পায় এই আয়াতগুলোর মধ্যে–

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً﴾

তারপর তোমাদের অন্তরসমূহ শক্ত হয়ে গেল। একেবারে পাথরের মত, অথবা তার চেয়েও বেশি শক্ত। [সুরা বাকারা: ৭৪]

Scanned by CamScanner

﴿فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾

[তারপর যখন তাদের কাছে আমার আযাব এল, তখন তারা কেন কাকুতি-মিনতি করল না; বস্তুত তাদের অন্তরসমূহ শক্ত হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কর্মকাণ্ডকে সৌন্দর্যময় করে দেখাল। [সুরা আনআম: ৪৩]

﴿فَوَيْلٌ لِّلْقَٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾

যাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরের বেলায় কঠোর, তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। [সুরা যুমার: ২২]

﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾

[তারপর তাদের আয়ূ দীর্ঘ হল এবং তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেল। [সুরা হাদীদ: ১৬]

পাষাণ হৃদয়ই আল্লাহ ﷻ-র রহমত থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে।

অন্যায়ের পক্ষে সংঘবদ্ধ হওয়া

একটি সঙ্গীন ব্যাধি। এমন একটি রোগ, যা সীমাহীন পর্যায়ে কওম ও উম্মাহকে ধ্বংস এবং খুন করে। এই রোগটি দুই প্রকারের–

০১. ভৌগলিক বিষয়াদি নিয়ে সংঘবদ্ধতা

যেমন, সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মত গোমরাহ বিষয়াদি। এগুলোর বাজার চালু হয়েছে এবং খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত আজকাল। আমরা শুনতে পাই, এগুলোর নাম দেওয়া হয় 'জাতীয় ঐক্য'। এ হচ্ছে ভৌগলিক ভিত্তির উপর প্রেম। যে ব্যক্তি

Scanned by CamScanner

আপনার দেশের, সে যেমনই হোক, আপনি তাকে ভালোবাসবেন। চাই মুসলিম হোক, ফাসেক হোক অথবা কাফের হোক। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সে আপনার সমদেশী। আপনি এই অনুভূতি লালন করেন না সেই মুসলমানের জন্য, যিনি আপনার সমদেশী নন। চাই তিনি সর্বাধিক মুত্তাকী হোন না কেন?

এই প্রেম ও সহমর্মিতা সমদেশিতার উপর নির্ভরশীল। এমন কি এই রকম লোকদের কেউ কেউ [তাদের মুখে ছাই পড়ুক।] বলে থাকে, 'দেশপ্রেম ছাড়া সব প্রেম ক্ষয় এবং বিলুপ্ত হয়।' অর্থাৎ মাটির প্রেম, ভূখণ্ডের প্রেম ছাড়া অন্যসব প্রেম ক্ষয়িষ্ণু। আল্লাহ ﷻ তাদের উদর পূঁজ দ্বারা পূর্ণ করে দিন। এরকম কথাই তারা বলে থাকে, সমস্ত প্রেম বিলুপ্ত হবে, এমন কি আল্লাহ ও তাঁর রসুল ﷺ-র প্রেমও বিলুপ্ত হবে; শুধু বিলুপ্ত হবে না দেশের ভালোবাসা। এ হচ্ছে নতুন এক প্রকারের শির্ক।

এসব হতভাগা জানে না যে, আমরা সবসময় কুরআন মাজীদের মধ্যে তেলাওয়াত করে থাকি–

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾

[ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুটি হাত; হয়েও গেল ধ্বংস। [সুরা মাসাদ: ০১]

এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে নবী ﷺ-র চাচা আবু লাহাবের ব্যাপারে। আমরা তার থেকে সম্পর্কমুক্ত এবং আমরা তাকে শত্রু জ্ঞান করি। আমরা সবসময় বেলাল হাবশী, সুহায়িব রূমী এবং সালমান ফারেসীর প্রশংসা করি। আমরা তাদের উপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ ﷻ-র কাছে কামনা করি, তিনি আমাদেরকে তাদের সাথে হাশর করেন।

আমার এই বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে, আমরা দেশকে ভালোবাসি না। অবশ্যই ভালোবাসি। কারণ, এটা এমন একটা স্বভাবজাত বিষয়, মানুষের প্রকৃতির মধ্যে প্রথিত। তবে দেশের প্রেম হতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রেমের কাছে নমনীয়। রসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাতৃভূমি ও দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট ভূখণ্ড মক্কা থেকে হিজরত করেছিলেন। কিন্তু

Scanned by CamScanner

কেন? একমাত্র আল্লাহ ﷻ-র সন্তুষ্টির জন্য। অন্যান্য মুহাজিরও একই উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিলেন।

০২. মুসলমানদের একাংশের সংঘবদ্ধতা আরেকাংশের বিরুদ্ধে

দাওয়াতের কাজে জড়িতদের একাংশকে আপনি দেখতে পাবেন অপরাংশের বিপক্ষে সংঘবদ্ধ। শিক্ষানবিসদের একাংশ দলবদ্ধ হয় আরেকাংশের বিরুদ্ধে। ফলে তারা ওর চেয়ে একে বেশি ভালোবাসে। কারণ, এ হচ্ছে নিজ দলের লোক। যদিও অপর জন বেশি মুত্তাকী এবং বেশি সম্মানের উপযুক্ত। এটা বিরাট একটা ত্রুটি। কেননা, নিজদলের নেতা বা আমীর হওয়ার কারণে তাকে মহব্বত করতে দেখা যায়; আর অন্য দলের নেতা বা আমীর হওয়ার কারণে তার সাথে শত্রুতা পোষণ করতে দেখা যায়।

এখানে অবশ্য করণীয় হচ্ছে ঈমানের কারণে মুমিনদেরকে ভালোবাসা এবং কুফরের কারণে অমুসলমানদেরকে শত্রু জ্ঞান করা। না-হকের পক্ষে সংঘবদ্ধ হওয়া জায়েয নয়। কেননা, তা হলে উম্মতের ঐক্যে ফাটল বিভক্তি সৃষ্টি হয়।

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

এবং তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের কাছে প্রমাণাদি আসার পর বিভিন্ন দলে আলাদা বিভক্ত হয়ে গেছে। ওদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। [সুরা আল ইমরান: ১০৫]

এখানে সংঘবদ্ধ হওয়া এবং প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া, এই দুইয়ের মধ্যে তফাত আছে। প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া কাম্য এবং প্রশংসার যোগ্য কাজ।

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾

প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের রবের মাগফেরাত এবং জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও। [সুরা আল ইমরান: ১৩৩]

Scanned by CamScanner

﴿سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ﴾

প্রতিযোগিতা করে তোমাদের রবের মাগফেরাত এবং জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাও। [সুরা হাদীদ: ২১]

তবে সংঘবদ্ধতা নিন্দিত। কত জাতি, কত দল এবং কত লোক সংবদ্ধতার কারণে তাদের অবস্থা হয়েছে কবির এই কবিতাটির মত–

وَهَلْ أَنَا إِلاَّ مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ
وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدْ

[আমি শুধু জানি, আমি গাযিয়্যা বংশের লোক। যদি বংশটি পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, তা হলে আমিও পথভ্রষ্ট হব (দ্বিধা নেই)। আর যদি গাযিয়্যা সুপথে চলে, তা হলে আমিও সুপথে চলব।]

সংঘবদ্ধতা রোগের চিকিৎসা হচ্ছে শুধু আল্লাহ ﷻ-র জন্য নিবেদিত হওয়া, প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকা এবং সঠিক রাস্তা অনুসন্ধান করা। আমরা মানুষ যাচাই করব হকের মানদণ্ডে; মানুষের কথায় হক নির্ণয় করতে চেষ্টা করব না।

আমি দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত বন্ধুদের একটি হাদীস মনে করিয়ে দিতে চাই। নবী ﷺ বলেছেন–

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ.

নিশ্চয় শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, আরব উপদ্বীপে মুসল্লীরা তার উপাসনা করবে। কিন্তু সে তাদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টির ব্যাপারে নিরাশ হয়নি। [সহীহ মুসলিম: হাদীস নং- ৭২৮১]

উপসংহার: কেউ হয়তো বলে ফেলবেন, তা হলে চিকিৎসা কী? আপনি তো রোগ নির্ণয় করলেন; ওষুধ বলবেন না? নি.কৃতির উপায় বাতাবেন না?

আমি এরকম দাবি করতে পারি না যে, অন্তরের রোগব্যাধির সব ধরণের চিকিৎসা আমার আয়ত্তে আছে। তবে এসব রোগ চিকিৎসার কিছু উপায় আমি উল্লেখ করব। খুব সংক্ষেপে।

Scanned by CamScanner

অন্তরের রোগব্যাধির চিকিৎসা

প্রথম কথা হচ্ছে অন্তরের সুস্থতা ও নিরাপত্তার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-র প্রতি ঈমান। এ থেকে কতগুলো শাখা বের হয়। একে একে আমি সেগুলো উল্লেখ করছি–

০১. আল্লাহ ﷻ-র মহব্বতের পরিপূর্ণতা

অর্থাৎ অন্তরের ভালোবাসা নিবেদিত হতে হবে, শুধুই আল্লাহ ﷻ-র জন্য। অন্তরের দুশমনি আর শত্রুতাও হতে হবে শুধু আল্লাহ ﷻ-র জন্য। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ অন্তরের চিকিৎসার সবচেয়ে বড় মাধ্যমের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, মানুষের অন্তর আল্লাহ ﷻ-র মহবক্ষত দ্বারা পূর্ণ থাকতে হবে–

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ﴾

আর যারা ঈমানদার, আল্লাহর তাদের ভালোবাসা অত্যন্ত সুদৃঢ়। [সুরা বাকারা: ১৬৫]

তবে আল্লাহ ﷻ-র মহব্বত লাভের উপায় অনেক। যেমন–

কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা, কুরআনের অর্থ বোঝা এবং তা নিয়ে ফিকির করা। ফরযসমূহ আদায় করার বেশি বেশি নফল সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ-র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা। যেকোন অবস্থায় আল্লাহ ﷻ-র যিকিরে রত থাকা। নিজ সত্তার কামনা ও তার ভালোবাসার উপর আল্লাহ ﷻ-র মহব্বতকে প্রাধান্য দেওয়া। অন্তর দিয়ে আল্লাহ ﷻ-র বিভিন্ন নাম এবং গুণাবলি সম্পর্কে গবেষণা করা। আল্লাহ ﷻ-র গুণাবলির মুশাহাদা করা, সেগুলোর মারেফত হাসিল করা এবং অন্তরকে আল্লাহ ﷻ-র সামনে বিনত করা। এগুলো আল্লাহ ﷻ-র মহব্বত লাভের মাধ্যম।

Scanned by CamScanner

০২. এখলাস

আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ﴾

বলো, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সমস্ত জগতের রব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম। [সুরা আনআম : ১৬২]

আসুন, আমরা আমলের মধ্যে এখলাস সৃষ্টি করি। তা হলে আমরা অন্তরে সুখ অনুভব করতে পারব। এজন্য আল্লাহ ﷻ বলছেন–

﴿وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ﴾

তারা আদিষ্ট হয়েছে একনিষ্ঠভাবে বক্রতা পরিহার করে একমাত্র আল্লাহর এবাদত করার জন্য। [সুরা বাইয়েনা : ৫]

০৩. আদর্শ আনুগত্য

আমাদের আমল ও আকীদা-বিশ্বাস হতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ মোতাবেক। আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ﴾

বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তা হলে তোমরা আমার অনুসরণ করো, তা হলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। [সুরা আলে ইমরান : ৩১]

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন–

﴿وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ﴾

রসুল তোমাদেরকে যাকিছু দেন, সেগুলো তোমরা গ্রহণ করো এবং তিনি যেসব বিষয়ে নিষেধ করেন, সেগুলো তোমরা বিরত থাকো। [সুরা হাশর : ৭]

Scanned by CamScanner

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

কোন মুমিন নরনারীর জন্য বৈধ নয় যে, যখন আল্লাহ এবং তাঁর রসুল কোন ফয়সালা করেন, তখন সে বিষয়ে তাদের কোন স্বাধীনতা থাকবে। [সুরা আহযাব : ৩৬]

এখন আমাদের প্রতিটি কাজকর্ম, আমল এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহ ﷻ-র বিধান অনুযায়ী চলি কি না, নিজেদেরকে প্রশ্ন করে দেখতে পারি।

আমাদের কেউ তার কাজকর্ম আঞ্জাম দেয় স্ত্রীর চাহিদা অনুযায়ী; কেউ তার নেতার চাহিদা অনুযায়ী; কেউ বংশের মাদবরদের চাহিদা অনুযায়ী, অথবা দলের চাহিদা অনুযায়ী। এ ক্ষেত্রে সে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা হলে সে পরওয়া করে না।

যদি আপনি কাউকে পরীক্ষার উদ্দেশে বলেন, 'কেন ভাই! তুমি এই কাজটি করছ? সে উত্তর দিবে, 'আমার নেতা যিনি, তিনি এই নির্দেশ দিয়েছেন।' আপনি যদি তাকে বলেন, 'কিন্তু কাজটি তো হারাম!' তখন সে উত্তর দিবে, আমিও জানি, কাজটি হারাম; কিন্তু আমি কী করব। যদি আমি এই কাজটি না করি, তা হলে তিনি আমার পদোন্নতি আটকে দিবেন, অথবা তিনি আমাকে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিবেন...।' তা হলে এই লোকটি, যে নেতার সন্তুষ্টিকে প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রাধান্য দিল, সে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করল কোথায়?

আমাদের জন্য আবশ্যক আমাদের আমলসমূহের জরিপ করা এবং রসুল ﷺ-র নিম্নোক্ত বাণীর প্রতিফলন যাচাই করা–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবৃত্তির আমার আনীত বিষয়ের অনুগত না হবে। [সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

Scanned by CamScanner

অপর সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে–

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

যে ব্যক্তি আমাদের এই ধর্মে এমন বিষয় যোগ করবে, যা এই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা পরিহার্য। [সহিহ বুখারি]

অন্তর সুস্থ থাকা এবং আপতিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য এই মূলনীতিগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেই বস্তুগুলো সাহায্য করে, সেগুলো নিম্নরূপ–

০১. আল্লাহ ﷻ-র যিকির

যিকির অন্তরের জং পরিষ্কার করে এবং অন্তরের উপর পাপ-পঙ্কিলতার যেসব আবরণ পড়ে সেগুলো দূর করে। মানুষের এবং প্রতিপালকের মাঝে নৈকট্য বৃদ্ধি করে– বিশেষত যখন মানুষ যিকিরের সাথে সংবেদনশীল হয় এবং প্রতিটি মুহূর্তে ও প্রতিটি পদক্ষেপে যিকিরকে সঙ্গী বানায়।

আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾

মুমিনদের জন্য সে সময় কি ঘনিভূত হয়নি যে, তাদের অন্তরসমূহ আল্লাহর যিকির এবং তিনি যেই সত্য নাযিল করেছেন, তার জন্য বিনীত হবে? [সুরা হাদীদ : ১৬]

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন–

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ﴾

আমি কুরআন হিসেবে সেই বস্তু নাযিল করে থাকি, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য এবং রহমত। [সুরা বনি ইসরাইল : ৮২]

যিকির কম করার কারণে আল্লাহ ﷻ মুনাফিকদের নিন্দা করেছেন। তিনি আত্মার পরীক্ষা-নিরীক্ষার চূড়ান্ত চিকিৎসা উল্লেখ করে বলেছেন–

﴿اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ﴾

মনে রেখো, আল্লাহর যিকির দ্বারা অন্তর স্বস্তি লাভ করে। [সুরা রাদ : ২৮]

Scanned by CamScanner

আল্লাহ ﷻ-র সবচেয়ে বড় যিকির হচ্ছে কুরআন তেলাওয়াত। আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا﴾

তারা কি কুরআন অধ্যয়ন করে না, না কি (তাদের) অন্তরসমূহ তালাবন্ধ? [সুরা মুহাম্মাদ : ২৪]

আল্লাহর যিকিরেই আত্মা শান্তি পায়

﴿اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ﴾

জেনে রেখো! আল্লাহর যিকিরেই আত্মা শান্তি পায়। [সূরা রাদ : ২৮]

সততা আল্লাহ ﷻ-র প্রিয়। দ্ব্যর্থহীনতা আত্মার সাবান। অধিক সাওয়াব লাভ ও আত্মার শান্তির জন্য যিকিরের চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই।

﴿فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ﴾

তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। [সূরা বাকারা : ১৫২]

আল্লাহ ﷻ-র যিকির দুনিয়ার জান্নাত। যে এতে প্রবেশ করবে না, সে আখেরাতের জান্নাতেও প্রবেশ করবে না। যিকিরের মাধ্যমে অন্তর দুশ্চিন্তা, পেরেশানী ও অস্থিরতা থেকে মুক্তি লাভ করে। বরং যিকির হচ্ছে যাবতীয় কামিয়াবী ও সফলতার সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ।

ঐশী বাণী পড়ুন, তা হলেই আপনি এর উপকারিতা জানতে পারবেন। পরীক্ষা করে দেখুন, আপনি মুক্তি পাবেন। মহান আল্লাহ ﷻ-র যিকিরের কারণে ভয়-ভীতি ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মেঘ কেটে যাবে। নৈরাশ্য ও হতাশা দূর হয়ে যাবে।

যারা যিকির করেন তারা প্রশান্তি লাভ করেন– এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা, এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। বরং আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যারা যিকির করে না, তারা বেঁচে আছে কীভাবে?

﴿اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ﴾

তারা মৃত, জীবিত নয় এবং কবে পুনরুত্থিত হবে তা জানে না। [সূরা নাহল : ২১]

Scanned by CamScanner

ওহে! যার রাতে ঘুম আসে না! দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীতে যিনি নিমজ্জিত! যিনি বিপদ-আপদ ও বালা-মসিবতে নিপতিত! আল্লাহ ﷻ-র নাম স্মরণ করুন।

﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾

তুমি কি তার সমগুণসম্পন্ন কাউকে জান? [সূরা মারইয়াম : ৬৫]

আপনি আল্লাহ ﷻ-কে যে পরিমাণ ডাকবেন, আপনার আত্মা সে পরিমাণই প্রশান্তি লাভ করবে। কারণ, আল্লাহ ﷻ-র যিকিরের অর্থই হচ্ছে তাঁর উপর ভরসা করা; তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া; তাঁর প্রতি সু-ধারণা পোষণ করা এবং তাঁর পক্ষ থেকে বিজয়ের অপেক্ষায় থাকা। যখন তাঁকে আহ্বান করা হয়, তখন তিনি অতি নিকটেই থাকেন। তিনি বান্দার আহ্বানে সাড়া দেন। সমস্যার সমাধান করেন।

তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করুন। তাঁর ভয় অন্তরে পোষণ করুন। তাঁর সামনে মাথা নত করুন। জিহ্বাকে তাঁর যিকিরে সিক্ত রাখুন। একত্ববাদের উপর অটল থাকুন। দোয়া-প্রশংসা ও ইস্তিগফার বেশি বেশি করুন। দেখবেন, ইনশাআল্লাহ আপনি সুখ, শান্তি ও সৌভাগ্য লাভ করবেন।

﴿فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ﴾

অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সাওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখেরাতের সাওয়াব। [সূরা আলে ইমরান : ১৪৮]

আমরা অনেক মুসলমানকে দেখি, তারা পত্র-পত্রিকা পাঠে ডুবে থাকেন এবং সংবাদ মাধ্যমের উপর দৃষ্টি রাখেন অবিরাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এতে তারা বিরক্ত হন না; ক্লান্তও হন না। অথচ এদের কাউকে দেখবেন না এক রুকু কুরআন শরীফ পড়তে। যদি কেউ কখনও কুরআন পড়তে বসে, তা হলে শুরু করার আগেই ক্লান্ত হয়ে যায় এবং অন্যদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে।

এক বুযুর্গ বলেছেন, আল্লাহর কসম! যদি আমাদের অন্তরসমূহ পবিত্র হত, তা হলে আমরা কুরআন তেলাওয়াত করতে গিয়ে ক্লান্ত হতাম না।

Scanned by CamScanner

০২. মুরাকাবা ও মুহাসাবা

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম ﵀ উল্লেখ করেছেন, আত্মার চিকিৎসা ও দৃঢ়তা সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে মুরাকাবা ও মুহাসাবা।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আরও বলেছেন, মুহাসাবায় আলস্য এবং প্রবৃত্তির আনুগত্য ও অনুসরণ মানুষকে ধ্বংস করে। হাদীসে যেমন বর্ণিত হয়েছে–

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَ تَمَنَّى عَلَى اللهِ

বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে তার নফসের সাথে মুহাসাবা করে এবং মৃত্যুর পরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর বিফল ওই ব্যক্তি, যে অন্তরকে প্রবৃত্তির অধীন করে এবং আল্লাহর কাছে আকাশ-কুসুম প্রত্যাশা করে। [তিরমিযি]

কাজের মাধ্যমে আলস্য দূর করুন

পৃথিবীতে বেকার, অকর্মণ্য ও অনুৎপাদনশীল তারাই, যারা অলস, অনুৎসাহী ও গল্পগুজব করে সময় নষ্ট করে।

﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾

তারা পিছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। [সূরা তাওবা : ৮৭]

কর্মহীন হয়ে বেকার বসে থাকা খুবই খারাপ কথা। এমন ব্যক্তির মস্তিষ্ক এক সময় শয়তানের কারখানায় পরিণত হবে। সে লাগামহীন উটের ন্যায় এদিক-ওদিক উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে।

যখন আপনি কাজ ছেড়ে অলস হয়ে যাবেন, তখন দুশ্চিন্তা, পেরেশানী ও উদ্বিগ্নতা আপনাকে ঘিরে ধরবে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের ফাইল আপনার সামনে খুলে যাবে। আপনি তখন মুশকিলে পড়ে যাবেন। আপনার প্রতি আমার আন্তরিক উপদেশ, আপনি আলস্য

Scanned by CamScanner

পরিহার করে কোনো না কোনো ভালো কাজে লেগে যান। বেকার থাকা মানে নিজেকে নিজে জীবন্ত কবর দিয়ে দেওয়া; আত্মহত্যা করা।

আলস্যের উদাহরণ হচ্ছে সেই টর্চার সেলের ন্যায়, যা চীনের কয়েদখানাগুলোতে থাকে। যেখানে বন্দীদেরকে এমন একটি পানির টেপের নীচে রাখা হয়, যেখান থেকে প্রতি মিনিটে একটি করে পানির ফোঁটা পড়ে। ওই এক ফোঁটা পানির অপেক্ষায় থেকে থেকে কয়েদি বেচারারা পাগল হয়ে যায়।

আরামপ্রিয়তা– আলস্য ও উদাসীনতার আরেক নাম। অবসর ও আলস্য এক পেশাদার চোর। আর আপনার মন হচ্ছে তার বলি বা শিকার। সুতরাং, যখন আপনি অবসর থাকেন, তখন সালাতে দাঁড়িয়ে যান। তিলাওয়াত করুন। বই পড়ুন। লেখালেখি করুন। ব্যায়াম করুন। অফিসটাকে পরিপাটি করুন। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করুন। অন্যদের কাজ করে দিন। কাজের চাকু দিকে অবসরকে কেটে দিন। বিজ্ঞ ডাক্তার ও চিকিৎসকগণ এর বিনিময়েই আপনাকে পঞ্চাশ ভাগ সুখের গ্যারান্টি দিয়ে থাকেন।

কৃষক, মজুর ও শ্রমিকদের দেখুন! তারা কীভাবে পাখির মতো ফুরফুরে মেজাজে গান গেয়ে যায়। কারণ, তারা সুখী। তারা পরিতৃপ্ত। পক্ষান্তরে আপনি বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করেন আর চোখের পানি মোছেন। কারণ, আলস্য আপনাকে শেষ করে দিয়েছে।

ফলপ্রসূ কাজে লিপ্ত থাকুন

ওলীদ ইবনে মুগীরা, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং আস ইবনে ওয়ায়েল ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ধন-সম্পদ অকাতরে খরচ করেছিল।

﴿فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾

অতএব, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে। অতঃপর তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে। তারপর তারা পরাজিত হবে। [সূরা আনফাল : ৩৬]

Scanned by CamScanner

অথচ বহু মুসলমান কৃপণতা করে তাদের ধন-সম্পদ সঞ্চয় করছে এবং সেগুলোকে কল্যাণকর কাজে ব্যয় করছে না।

﴿وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ﴾

আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করে, সে তো কার্পণ্য করে নিজেরই প্রতি। [সূরা মুহাম্মাদ : ৩৮]

এ-ই হচ্ছে পাপীদের দৃঢ়তা ও ঈমানদারদের দুর্বলতার উদাহরণ।

গোল্ড মেয়ার ছিল এক ইহুদী মহিলা। সে তার 'হিংসা-বিদ্বেষ' নামক স্মারক গ্রন্থে লিখেছে, জীবনের একটা সময়ে সে বিরতিহীন ষোল ঘণ্টা কাজ করত। কী উদ্দেশ্যে সে এত পরিশ্রম করত? তার মিথ্যা মূলনীতি ও ভ্রান্ত মতবাদের সেবা ও প্রতিষ্ঠাকল্পে। সে ও বেন গুরিয়ান নিরলস পরিশ্রম করতে করতে অবশেষে একদিন ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। যার ইচ্ছা হয় তিনি তার বই পড়ে দেখতে পারেন।

অপর দিকে হাজারো মুসলমান এমন আছে, যারা দিনে এক ঘণ্টাও কাজ করে না। তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে খেল-তামাশা, হাসি-মজাক আর খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করা।

﴿مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ﴾

তোমাদের কী হল, তোমাদেরকে যখন বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় অভিযানে বের হও, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটিতে ঝুঁকে পড়? [সূরা তাওবা : ৩৮]

উমর ﷺ দিন-রাত কাজ করতেন। খুব সামান্য পরিমাণই ঘুমাতেন। একবার তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ঘুমান না কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি যদি [ইবাদত বাদ দিয়ে] রাতে ঘুমিয়ে থাকি, তা হলে আমার আত্মা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর যদি দিনে [প্রজাদের খোঁজ-খবর না নিয়ে] ঘুমিয়ে থাকি, তা হলে আমার প্রজারা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

ইহুদী গুপ্ত ঘাতক মূশী দাইয়ানের স্মারক গ্রন্থ 'তলোয়ার ও শাসন' থেকে জানা যায়, সে সর্বদাই চলাফেরায় ও কর্মব্যস্ত থাকত। আজ এ দেশে তো কাল আরেক দেশে; আজ এ শহরে তো কাল অপর শহরে

Scanned by CamScanner

ছুটে বেড়াত। বিভিন্ন মিটিং ও সভায় যোগ দিত। কন্‌ফারেন্সে অংশগ্রহণ করত। সর্বদা চুক্তি ও সন্ধি করে বেড়াত। এরই মাঝে সে আবার তার ডায়েরিও লিখত।

আমি মনে মনে বললাম, হায় আফসোস! এক অভিশপ্ত ইহুদী কী পরিশ্রমটাই না করে গেছে! আর মুসলমান কতটা অপারগ ও অকর্মণ্য হয়ে বসে আছে। এ-ও পাপীদের চেষ্টা-মেহনত ও ঈমানদারদের দুর্বলতা ও অপারগতার একটি উদাহরণ।

অলসতা, অকর্মণ্যতা ও বেকার থাকাকে উমর ﵁ এত বেশি ঘৃণা করতেন যে, যেসব যুবক মসজিদে বাস করত, তিনি তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে শাস্তি দিয়ে বলেছিলেন, 'যাও! বাইরে গিয়ে রিযিক তালাশ কর। কারণ, আকাশ থেকে সোনা-রূপার বৃষ্টি বর্ষিত হবে না।'

অলসতা, অকর্মণ্যতা ও বেকারত্ব– হতাশা, দুশ্চিন্তা ও বিভিন্ন মানসিক রোগের জন্ম দেয়। পক্ষান্তরে কাজকর্ম তৃপ্তি ও সুখ বয়ে আনে। সমস্ত মানুষই যদি আপন আপন জীবনের দায়িত্ব ও কাজকর্ম আঞ্জাম দিতে থাকে, তা হলে উপরোল্লিখিত যাবতীয় রোগ সমূলে বিনাশ হয়ে যাবে। সমাজ উন্নত, উৎপাদনশীল ও সমৃদ্ধ হবে।

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا﴾

আর তুমি বলে দাও, তোমরা কাজ করে যাও। [সূরা তাওবা : ১০৫]

﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾

তোমরা [রিযিক তালাশের জন্য] জমিনে ছড়িয়ে পড়। [সূরা জুমুআ : ১০]

﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾

তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও জান্নাতের জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা কর। [সূরা হাদীদ : ২১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– 'আল্লাহর নবী দাউদ ﵇ নিজ হাতের উপার্জন খেতেন।'

Scanned by CamScanner

শায়েখ রাশেদ তাঁর صَنَاعَةُ الْحَيَاةِ নামক কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, বহু মানুষ তাদের জীবনের যিম্মদারী ও দায়িত্বসমূহ আদায় করে না। কত মানুষ জীবিত থাকা সত্ত্বেও মৃত। তারা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। না তারা নিজেদের ভবিষ্যত গড়ে না জাতির জন্য কল্যাণকর কোনো কাজ করে। বরং–

﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾

তারা পেছনে রয়ে যাওয়া লোকদের সঙ্গে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। [সূরা তাওবা : ৮৭]

﴿لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾

যেসব মুমিন অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের জান-মাল নিয়ে জিহাদ করে, তারা সমান নয়। [সূরা নিসা : ৯৫]

যে কৃষ্ণাঙ্গা নারী মসজিদে নববী পরিষ্কার করত, সে তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিল এবং সাধ্যানুযায়ী সে নিজের কর্তব্য আঞ্জাম দিয়েছিল। বিনিময়ে জান্নাত লাভ করেছিল।

﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾

অবশ্যই একজন মুমিন দাসী একজন মুশরিক নারী থেকে উত্তম, যদিও মুশরিক নারীর রূপ তোমাদেরকে বিমোহিত করে। [সূরা বাকারা : ২২১]

অনুরূপভাবে যে ছেলেটি নবীজী ﷺ-র মিম্বার বানিয়ে দিয়েছিল, সে-ও তার সাধ্যানুসারেই অবদান রেখেছিল। কেননা, সে কাঠমিস্ত্রির কাজ করত। সে-ও তার কর্মের প্রতিদান পেয়েছিল।

﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾

আর যারা তাদের শ্রম ছাড়া অন্য কিছু [আল্লাহর পথে ব্যয় করার মতো] পায় না। [সূরা তাওবা : ৭৯]

Scanned by CamScanner

১৯৮৫ সালে আমেরিকার সরকার মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের জন্য বন্দীদের মাঝে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাদের জেলখানার দরজা খুলে দিয়েছিল। কেননা, আমেরিকা ভালোভাবেই জানত যে, সেসব অপরাধী, মাদক ব্যবসায়ী ও খুনীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে ভালো মানুষ হয়ে সমাজের উৎপাদনশীল নাগরিকে পরিণত হবে।

﴿أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنٰهُ وَ جَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ﴾

যে ব্যক্তি মৃত ছিল [অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ছিল] পরে আমি তাকে জীবিত করেছি এবং আমি তার জন্য আলো সৃষ্টি করেছি, যার সাহায্যে সে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে, সেকি তার মতো যে [কুফরীর] অন্ধকারে নিমজ্জিত? [সূরা আনআম : ১২২]

বিপদ-আপদে, বালা-মসিবতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ও নিজের যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়া সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী দু'টি দোয়া পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে আলী ﵁ থেকে বর্ণিত, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ وَ سَدِّدْنِيْ.

হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়েত দান করুন এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

দ্বিতীয়টি ইমাম আবু দাউদ ﵀ বর্ণনা করেছেন, হুছাইন ইবনে উবাইদ ﵁ থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন–

قُلْ : اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ ، وَقِنِيْ شَرَّ نَفْسِيْ.

তুমি বল, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার হেদায়েতের দিশা দান করুন এবং আমাকে আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ঠ থেকে রক্ষা করুন।

দুনিয়ার জীবনের প্রতি আসক্তি, দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা এবং মৃত্যুর ভয়– এগুলি এমন বিষয়, যার ফলে দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, নিদ্রাহীনতা, হতাশা, অস্থিরতাসহ বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগের জন্ম হয়।

Scanned by CamScanner

পার্থিব জীবনের প্রতি ইহুদীরে চরম আসক্তির কারণে আল্লাহ ﷻ তাদের নিন্দা করেছেন। যেমন, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾

তুমি অবশ্যই তাদেরকে [অর্থাৎ ইহুদীদেরকে] জীবনের প্রতি সকল মানুষের চেয়ে বেশি এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশি লোভী দেখতে পাবে। তাদের প্রত্যেকেই আকাঙ্ক্ষা করে যে, যদি তাকে হাজার বছরের দীর্ঘ জীবন দান করা হত! [তবে কতই না ভালো হত] কিন্তু দীর্ঘ জীবন তো তাদেরকে শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারবে না। আর তারা যা করছে আল্লাহ তাআলা তার সবকিছুই দেখেন। [সূরা বাকারা : ৯৬]

এ আয়াতের কয়েকটি বিষয় গুরুত্বের সাথে লক্ষ্যণীয়। যেমন,

প্রথমত, আল্লাহ ﷻ আয়াতে কারীমায় حَيَاة [হায়াত] শব্দটিকে نكرة [অনির্দিষ্ট বিশেষ্য]রূপে উল্লেখ করেছেন। যা এ কথা বোঝায় যে, সাধারণ থেকে অতি সাধারণ জীবন, তুচ্ছ থেকে অতি তুচ্ছ এমনকি চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারদের জীবনের ন্যায় হীন জীবন হলেও সে জীবন ইহুদীরে কাছে খুব প্রিয়।

দ্বিতীয়ত, 'হাজার বছর' কথাটিকে আল্লাহ ﷻ এজন্য নির্বাচন করেছেন যে, ইহুদীরা একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে 'হাজার বছর বেঁচে থেকো' বলে অভিবাদন জানাত। এখানে আল্লাহ ﷻ তাদের সে কথাই উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা এমন দীর্ঘ জীবন কামনা করে! আচ্ছা! যদি তারা হাজার বছরের দীর্ঘ জীবন পেয়েও যায়, তারপর কী হবে? পরিণতি তো সেই জাহান্নামই!

﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ﴾

আখেরাতের শাস্তি অবশ্যই সবচেয়ে বেশি অপমানকর। আর তাদেরকে কোনোরূপ সাহায্য করা হবে না। [সূরা হা-মীম-সেজদা : ১৬]

Scanned by CamScanner

নিম্নোক্ত এই আরবী প্রবাদটি কতই না সুন্দর–

لَا هَمَّ وَاللهُ يُدْعى.

যখন আল্লাহকে আহ্বান করা হয়, তখন দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

এর অর্থ হচ্ছে আসমানে আল্লাহ ﷻ আছেন, যিনি বান্দার দোয়া শোনেন; যিনি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেন। তা হলে কেন আর দুশ্চিন্তা? কেন এত পেরেশানী?

আপনি যদি আপনার যাবতীয় বিষয়াদি আল্লাহ ﷻ-র কাছে সোপর্দ করে দেন, তা হলে তিনি তার সমাধান করে দিবেন। আপনার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে দিবেন।

﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾

[তোমাদের দেবতাগণ ভালো] না কি তিনি ভালো, যিনি বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেন এবং বিপদ দূর করেন? [সূরা নামল : ৬২]

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমার ব্যাপারে, বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে তাদের প্রার্থনা কবুল করি, যখন তারা আমার কাছে প্রার্থনা করে। [সূরা বাকারা : ১৮৬]

একজন আরব কবি বলেছেন–

'ধৈর্যশীল ব্যক্তি কতই না উত্তমরূপে তার উদ্দেশ্য লাভ করতে পারে। আর যে অনবরত দরজায় কড়া নাড়ে, সে কতই না উত্তমরূপে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে।'

উমর বলতেন–

حاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا

তোমরা তোমাদের কর্মের হিসাবনিকাশ করো, কেয়ামতের দিন হিসাবের মুখোমুখি হওয়ার আগে। এবং নিজেদের পরিমাপ করো,

Scanned by CamScanner

কেয়ামতের দিন আমলের পরিমাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে। [মুসান্নাফে ইবনে আবি সাইবা]

হাসান বসরী বলেছেন, মুমিন মাত্রকেই দেখবে, সে নিজের মুহাসাবা করছে।

তিনি আরও বলেছেন, বান্দা ততক্ষণই ভালো থাকে, যতক্ষণ তার নিজের ভিতরে উপদেশ দানকারী থাকে এবং সে হিম্মতের সাথে মুহাসাবা করে।

মাইমুন ইবনে মেহরান বলেছেন, একজন প্রকৃতি মুত্তাকী নিজের সাথে এমন শক্ত হিসাব-নিকাশ করে থাকেন, একজন কাঞ্জুস অংশদারও যা করে না।

সুতরাং আমলের আগে মনের সাথে এখলাস ও আনুগত্য নিয়ে বোঝাপড়া করতে হবে। খোঁজ নিতে হবে আল্লাহ ﷻ-র ভালোবাসা এবং আল্লাহ ﷻ-র জন্য ভালোবাসা অন্তরে আছে কি না? এর জন্য কোশিশ করতে হবে। আমলের পরও বোঝাপড়া করতে হবে ত্রুটিবিচ্যুতি এবং এখলাসের অভাব কতখানি ঘটল, তা নিয়ে।

সন্দেহ নেই এই দুটি কাজ কলবের রোগব্যাধির চিকিৎসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আল্লাহ ﷻ বলেন–

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾

যারা আমার পথে মুজাহাদা করে, আমি তাদেরকে আমার রাস্তা-গুলো দেখিয়েই দিই। [সুরা আনকাবুত : ৬৯]

নিজের হিসাব রাখুন

আপনার নিজের কাছে একটি ডায়েরি রাখুন এবং এতে নিজের হিসাব রাখুন। ডায়েরিতে আপনার মন্দ অভ্যাসসমূহ, আপনার ব্যক্তিত্ব ও কাজকর্মের জন্য ক্ষতিকর দিকগুলো লিখে রাখুন এবং সেগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করার যথাযথ চেষ্টা করতে থাকুন।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তিনটি ভুল বরাবরই করে থাকি। যথা–

Scanned by CamScanner

১. সময় নষ্ট করা।

২. অনর্থক কথাবার্তা বলা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– 'অনর্থক কথা-কাজ পরিত্যাগ করা ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।'

৩. তুচ্ছ, নগণ্য ও গুরুত্বহীন বিষয়ে খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, গুজবে কান দেওয়া, দুশ্চিন্তার উদ্রেককারী ও হিম্মত বিনষ্টকারী লোকদের কথা ও ভবিষ্যতবাণী বিশ্বাস করা। এসবের ফলে বুদ্ধিনাশ, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী তো সৃষ্টি হই-ই, তার সাথে সাথে সুখ-শান্তি ও মানসিক প্রশান্তিও হারিয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন চাচা আব্বাস رضي الله عنه-কে এমন এক দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন, যা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতের সুখ-শান্তিকেই শামিল করে নেয়। দোয়াটি এই–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা ও সুস্থতা কামনা করছি।

﴿فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ﴾

অতএব, আল্লাহ তাদেরকে এ দুনিয়ার প্রতিদান ও পরকালের উত্তম প্রতিদান দিলেন। [সূরা আলে ইমরান : ১৪৮]

﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى﴾

অতঃপর যে আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশাগ্রস্তও হবে না। [সূরা ত্ব-হা : ১২৩]

০৩. অন্যান্য মাধ্যম

অন্যান্য মাধ্যমের ভিতর আছে ইলম, তাকওয়া অবলম্বন, ক্বিয়ামুল লাইল, অধিক পরিমাণে দোআ– বিশেষত রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দোআ করা। তার কারণ, রাতের আবেদন লক্ষভ্রষ্ট হয় না। কাজেই আমাদের উচিত রাতের তৃতীয়াংশে আল্লাহ ﷻ-র কাছে কাকুতি-মিনতি করা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা, মার্জনা, মাগফিরাত ইত্যাদি কামনা করা।

Scanned by CamScanner

আরও যেমন, খাদ্যবস্ত্র বিতরণ এবং বেশি বেশি সদকা করা। কুরআন মাজীদে আছে–

﴿خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا﴾

তাদের নিকট থেকে সদকা গ্রহণ করে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করো। [সুরা তাওবা : ১০৩]

উপকারী ইলম ও অপকারী ইলম

যে ইলম আপনাকে আল্লাহ ﷻ-র পথ দেখায়, আল্লাহ ﷻ-র পরিচয় প্রদান করে, তা-ই উপকারী ইলম।

﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

আর যাদেরকে ইলম ও ঈমান দান করা হয়েছে, তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহর বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই তো পনুরুত্থান দিবস। কিন্তু তোমরা জানতে না। [সূরা রূম : ৫৬]

কিছু ইলম আছে ঈমানী আর কিছু ইলম আছে কুফরী; কিছু ইলম আছে উপকারী আবার কিছু ইলম আছে অপকারী। যেমন, আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

﴿يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ﴾

তারা শুধু পার্থিব জীবনের প্রকাশ্য দিকটাই জানে বা চিনে। আর আখেরাত সম্বন্ধে তারা গাফেল। [সূরা রূম : ৭]

﴿بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ﴾

বরং আখেরাত সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই, তারা তো এ বিষয়ে সন্দেহে পড়ে আছে, বরং তারা এ বিষয়ে অন্ধ। [সূরা নামল : ৬৬]

﴿ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ﴾

তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই। [সূরা নাজ্‌ম : ৩০]

Scanned by CamScanner

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۭ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ﴾

[হে মুহাম্মাদ!] তুমি তাদেরকে ওই ব্যক্তির ঘটনা শুনিয়ে দাও, যাকে আমি আমার নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম। পরে সে সেসব নিদর্শনাবলিকে এড়িয়ে গেছে। ফলে শয়তান তার পিছু নিয়েছে। আর তাই সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আর আমি যদি চাইতাম, তা হলে তাকে আমি সেসব নিদর্শনাবলি দ্বারা উচ্চ মর্যাদা দান করতাম। কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। অতএব, তার উদাহরণ হল কুকুরের ন্যায়। যদি তুমি তার উপর বোঝা চাপাও, তা হলে সে হাঁপাতে থাকে অথবা যদি তুমি [তার উপর বোঝা না চাপিয়ে] এমনিই ছেড়ে দাও, তা হলেও সে হাঁপাতে থাকে। এ হচ্ছে সে সম্প্রদায়ের উপমা, যারা আমার নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করে। অতএব, তুমি ঘটনা বর্ণনা কর যাতে করে তারা ভেবে দেখে। [সূরা আ'রাফ : ১৭৫-১৭৬]

ইহুদী সম্প্রদায় ও তাদের ইলমের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۭ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۭ﴾

যাদের উপর তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পন করা হয়েছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাদের উপমা হল পুস্তকের বিশাল বোঝা বহনকারী গাধার ন্যায়। কতই না নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের উপমা, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। [সূরা জুমআ : ৫]

এটা ইলম, কিন্তু এ ইলম সত্য পথ প্রদর্শনকারী নয়; এটা দলীল, কিন্তু এর দ্বারা আশ্বস্ত হওয়া যায় না; এটা প্রমাণ, কিন্তু অকাট্য নয়; এটা কালাম, কিন্তু এর কোনো হাকীকত নেই। বরং এ ইলম বিকৃতি,

Scanned by CamScanner

পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর দিকে পথ দেখায়। অতএব, এ ইলমের অধিকারীরা সুখ পাবে কোথায়?

﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى﴾

অতঃপর তারা হেদায়েতের পরিবর্তে অন্ধত্বকে পছন্দ করল। [সূরা হা-মীম-সাজদা : ১৭]

﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۢ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا﴾

এবং তাদের কথা 'আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত'– বরং তাদের কুফরির কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন– সুতরাং অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তারা কেউই ঈমান আনবে না। [সূরা নিসা : ১৫৫]

ওয়াশিংটনে কংগ্রেসের লাইব্রেরিতে প্রত্যেক বিষয়, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতা সম্বন্ধে লক্ষ লক্ষ বই-পুস্তক আছে। কিন্তু যে সম্প্রদায়ের মালিকানায় এ মহামূল্যবান লাইব্রেরি, তারা আল্লাহ ﷻ-কে অস্বীকার করে। তারা কেবল পার্থিব জগতের প্রকাশ্য ও বাহ্য বিষয়গুলোকেই দেখে। পার্থিব জগতই তাদের কাছে সব। এর বাইরে যা কিছু আছে, তা তারা দেখে না, বোঝে না, শোনে না, উপলব্ধি করে না।

﴿وَ جَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّ اَبْصَارًا وَّ اَفْـِٕدَةً ۫ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَاۤ اَبْصَارُهُمْ وَلَاۤ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ﴾

আর আমি তাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছিলাম, কিন্তু তাদের শ্রুতিশক্তি, দর্শনশক্তি ও তাদের হৃদয় তাদের কোনো কাজে লাগেনি। [সূরা আহ্কাফ : ২৬]

চারণভূমি সবুজ-শ্যামল ঘাসে পরিপূর্ণ থাকলে কী হবে, যদি বকরি অসুস্থ থাকে! পানি যতই শীতল ও সুমিষ্ট হোক তাতে কী লাভ হবে, যদি মুখের ভিতরই তিক্ততা থাকে!

﴿كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ ؕ﴾

আমি তাদেরকে কতই না স্পষ্ট নিদর্শনাবলি দিয়েছিলাম। [সূরা বাকারা : ২১১]

Scanned by CamScanner

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾

আর তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি থেকে কোনো নিদর্শন তাদের কাছে এলেই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত। [সূরা আনআম : ৪]

বেশি বেশি পড়াশোনা করুন পাশাপাশি গবেষণাও করুন

যে সকল বিষয় মনে সুখ ও শান্তি বয়ে আনে, তার মধ্যে অধিক পরিমাণে পড়াশোনা করা, বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা, অধ্যয়নের পরিধি বিস্তৃত করা এবং গভীর থেকে গভীরতর গবেষণা করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবলমাত্র জ্ঞানীরাই [আলেমরাই] তাঁকে ভয় করে। [সূরা ফাতির : ২৮]

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾

বরং তারা যে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারেনি, তারা তা অস্বীকার করেছিল। [সূরা ইউনুস : ৩৯]

আলেম তো তিনিই, যার বড় মন ও প্রশস্ত হৃদয় থাকে এবং যিনি আত্মিক প্রশান্তি ও মানসিক তৃপ্তিতে থাকেন।

এক কবি বলেছেন–

'[জ্ঞান এমনই জিনিস] তাকে যতই খরচ করবে, ততই তা বৃদ্ধি পাবে। আর যতই হাত গুটিয়ে রাখবে, ততই তা কমতে থাকবে।'

পাশ্চাত্যের এক গবেষক লিখেছেন–

'আমি আমার অফিসের আলমারিতে একটি ফাইল বানিয়ে রেখেছি। তার উপর লেখা আছে 'যে সব বোকামি আমি করেছি'। সারা দিন আমি যেসব বোকামি ও ভুলত্রুটি করে থাকি, তা ওই ফাইলে লিখে রাখি। যাতে সেগুলো দেখে দেখে আমি সংশোধন হতে পারি।

Scanned by CamScanner

এ ব্যাপারে পূর্বেকার আলেম ও নেককার বান্দাগণ বর্ণিত গবেষকের চেয়েও বহু অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা তাঁদের দিন-রাতের যাবতীয় কাজকর্ম ও আচার-আচরণের বিবরণ যথাযথ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখে রাখতেন এবং সে অনুযায়ী নিজেদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করতেন।

﴿وَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ﴾

আর আমি তিরস্কারকারী আত্মার শপথ করছি। [সূরা ক্বিয়ামাহ : ২]

হাসান বসরী ﵀ বলেছেন–

'একজন মুমিন ব্যক্তি নিজের হিসাব তারচেয়েও বেশি ও কঠিনভাবে রাখে, যেমন কোনো ব্যবসায়ী তার অংশীদারের হিসাব রাখে।'

রবী ইবনে খুসাইম ﵀ এক শুক্রবার থেকে আরেক শুক্রবার পর্যন্ত যা কিছু বলতেন, তার সবই লিখে রাখতেন। [সপ্তাহান্তে] যদি তাতে কোনো ভালো কথা পেতেন, তা হলে আল্লাহ ﷻ-র শুকরিয়া আদায় করতেন। আর মন্দ কিছু পেলে আল্লাহ ﷻ-র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন।

পূর্বের যামানার এক নেককার বান্দা বলেছেন–

'চল্লিশ বছর পূর্বে কৃত একটি গুনাহের জন্য আমি এখনও আল্লাহ ﷻ-র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

﴿وَٱلَّذِينَ يُؤۡتُونَ مَآ ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمۡ وَجِلَةٌ﴾

আর যারা যা দান করার তা দান করে এমতাবস্থায় যে [আল্লাহর ভয়ে] তাদের অন্তরসমূহ প্রকম্পিত থাকে। [সূরা মু'মিনূন : ৬০]

সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে দৃষ্টি অবনত করা। আল্লাহ ﷻ বলেছেন–

﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡ﴾

তুমি মুমিনদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষিট অবনত এবং তারা যেন তাদের গুপ্তাঙ্গের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য পবিত্রতর পন্থা। [সুরা আননুর : ৩০]

Scanned by CamScanner

এখানে আত্মার রোগব্যাধির চিকিৎসা আলোচনা করার পর, আত্মার সুস্থতা ও নিরাপত্তা এবং আত্মার মৃত্যু ও পাষণ্ডতার বিভিন্ন আলামত সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম-এর মূল্যবান কয়েকটি কথা উল্লেখ করছি।

আত্মার সুস্থতা ও নিরাপত্তার কয়েকটি আলামত

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম ﵀ কলবের সুস্থতা এবং মুক্তির আলামত প্রসঙ্গে বলেছেন–

০১. সুস্থ কলব সবসময় মানুষকে আল্লাহ ﷻ-র কাছে তওবা ও প্রত্যাবর্তনের জন্য দংশন করতে থাকে।

০২. সুস্থ কলব কখনও রব্বুল আলামীনের যিকির থেকে বিরত হয় না এবং তাঁর এবাদত করে ক্লান্ত হয় না।

০৩. যখন তার কোন নির্দিষ্ট যিকির ছুটে যায়, তখন সে সম্পদ হারানোর চেয়েও অধিক ব্যথিত হয়। এখানে একটি কথা আমি বলতে চাই, আল্লাহ ﵀ ইবনুল কায়্যিমকে দয়া করুন, তিনি যার নির্দিষ্ট যিকির আছে, তার ব্যাপারে একথা বলেছেন; যার নির্দিষ্ট যিকির নেই, তার ব্যাপারে তিনি কী বলবেন? বরং যার ফরয সালাত ছুটে গেলে অন্তরে ব্যথা অনুভূত হয় না, তার ব্যাপারে যে তিনি কী বলতেন আল্লাহ ﷻ-ই ভালো জানেন। হাদীসে আছে–

مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

যার আসরের সালাত ফওত হয়ে গেল, তার যেন পরিবার-পরিজন এবং সয়সম্পত্তি সব বিনাশ হয়ে গেল। [নাসাই]

Scanned by CamScanner

০৪. সুস্থ কলবের অধিকারী ব্যক্তি এবাদত-বন্দেগীতে খাবার-দাবারের চেয়েও বেশি মজা অনুভব করে। এখন আমরা বলি, আমরা কি এবাদতের মধ্যে বেশি মজা অনুভব করে; না কি এবাদত থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর?

০৫. সুস্থ কলবের অধিকারী ব্যাক্তি সালাত শুরু করলে দুনিয়ার সমস্ত পেরেশানী এবং চিন্তা দূর হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের অবস্থা হচ্ছে এমন যে, বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের চিন্তা সালাতের মধ্যে বিশেষভাবে চেপে বসে। এমন কি এক ভাই আমাকে বলেছেন, তিনি একজনকে দেখেছেন, সে সালাত আরম্ভ করল এবং একটি চালানের কাগজ বের করে হিসাব করতে শুরু করল। সালাতের মধ্যে থেকেই সে হিসাব যাচাই করল। এরকম আল্লাহ ﷻ-র সামনে সালাতে দাঁড়িয়ে খুশু-খুযু বলি দেওয়ার ঘটনা অহরহ ঘটে।

তা হলে এমন লোকদের সালাতের স্বাদ থাকে কোথায়? আর সেই সালাতই বা কোথায়, যার সম্পর্কে নবীজী ﷺ বলেছেন–

أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ يَا بِلَالُ

হে বেলাল, সালাতের ব্যবস্থা করে আমাদেরকে শান্তি দাও। [মুসনানদে আহমাদ]

তিনি আরও বলেছেন–

وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

আর আমার চোখের প্রশান্তি রাখা হয়েছে সালাতের মধ্যে। [মুসনানদে আহমাদ]

বেশিরভাগ মুসল্লীর যবানের অবস্থা হচ্ছে, 'সালাত থেকে আমাদেরকে মুক্তি দাও।' এমন লোকও আপনি পাবেন, যদি ইমাম সাহেব তেলাওয়াত দীর্ঘ করেন, তা হলে সে ইমামকে সেইসব হাদীস মুখস্ত শুনিয়ে দেয়, যেগুলোর মধ্যে মুসল্লীদের অবস্থার প্রতি খেয়াল করে তেলাওয়াত করতে বলা হয়েছে। কিন্তু যদি ইমাম সাহেব ওয়াজিবসমূহ যথাযথ আদায় করতে ত্রুটি করেন, তা হলে তাঁকে

Scanned by CamScanner

অভিহিত করার লোক আপনি পাবেন না। তবে আল্লাহ ﷻ-র ইচ্ছায় দু'একজন থাকতে পারেন। আল্লাহ ﷻ সাহায্যকারী।

০৬. তার মনোযোগ থাকবে আল্লাহ ﷻ-র জন্য এবং আল্লাহ ﷻ-র জাত নিয়ে। এটা অনেক বড় মাকাম।

০৭. সুস্থ কলবের অধিকারী সময়ের বেলায় থাকবে খুব কৃপণ; এমন কি মালের কৃপণের চেয়েও বেশি।

০৮. এমন লোকের আমল দুরস্ত করার প্রতি মনোনিবেশ থাকবে, নিজের ব্যক্তিসত্তাকে দুরস্ত করার চেয়ে অনেক বেশি। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট। মানুষের আমল সহীহ করার মনোযোগটি খুব বেশি থাকা বাঞ্ছনীয়– নিয়ত দুরস্ত করা; এত্তেবা ঠিক করা এবং আমলের ক্ষেত্রে আবদিয়াত বাস্তবায়ন করা।

এগুলো সব কলবের সুস্থতা এবং নিরাপদ থাকার আলামত। প্রিয় পাঠক! আমি আপনার সামনে এখন কলবের পাষণ্ডতা এবং রুগ্নতার বিভিন্ন আলামত তুলে ধরছি।

কলবের রুগ্নতা এবং পাষণ্ডতার বিভিন্ন আলামত

এখানে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম কলবের রুগ্নতার অনেকগুলো আলামত উল্লেখ করেছেন। যেমন–

০১. রুগ্ন অন্তর অন্যায়ের ব্যথা অনুভব করে না।

এখন আমরা কি অন্তরের যখমের কারণে ব্যথা অনুভব করি; আমরা কি রাতদিন গুনাহ্খাতা করার পর তা উপলব্ধি করতে পারি?

Scanned by CamScanner

আমরা যখন গুনাহ করি, তখন কি অনুতপ্ত হই এবং তওবার সংকল্প করি?

সমাজে যেসব অন্যায় অপরাধ হতে দেখি, সেগুলো দেখার পর কি ভিতরে ব্যথা অনুভূত হয়?

আমরা কি সেগুলো রোধ করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করি। নিঃসন্দেহে এই কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যেই কলব নিজের এবং সমাজের কল্যাণকর এবং গর্হিত কাজ সনাক্ত করতে পারে না, সেটি এমন কলব, যার মালিকের উচিত সময় থাকতে প্রতিকার করা।

০২. এরকম কলব গুনাহ করে মজা পায় এবং গুনাহের কাজ শেষ করে পুলক অনুভব করে। অথচ মুমিনের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যখন সে আল্লাহ ﷻ-র না-ফরমানী করে, তখন সে অনুতপ্ত হয়, এস্তেফার করে, ছুটে যাওয়া বিষয়ের আফসোস করে এবং দ্রুত আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করে।

এই ক্ষেত্রে এমন কিছু লোক পাওয়া যায়, দুঃখের বিষয়, যাদের উপর আল্লামা ইবনুল কায়্যিমের কথা খাপ খায়। কিছু কিছু ফিল্মদর্শক আছে, আমরা দেখি, তারা সেগুলো দেখে মজা পায়। এবং তাদের সেই মজা দীর্ঘ স্থায়ী।

অনুরূপভাবে কিছু কিছু খেলাপ্রিয় লোকদেরকে আমরা দেখি, তারা খেলা দেখে খুব মজা পায়। তাদের ঘোর কাটতে অনেক সময় লাগে। বিশেষত যখন তার সমর্থিত দল জয়লাভ করে। আমরা কি কখনও এই বিষয়ের ভয়াবহতা নিয়ে চিন্তা করে থাকি?

০৩. রুগ্ন কলবওয়ালা ব্যক্তি উত্তম বস্তুর উপর মন্দ বস্তুকে প্রাধান্য দেয়; মূল্যবান বস্তুর পরিবর্তে তারা বাজে বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হয়। এখানে কিছু কিছু মুসলমানের ব্যাপারে আমরা কী বলব, যারা মুসলমান ভাইয়ের এবং মুসলিম জাতির গুরুত্ব না দিয়ে, দীনী বিষয়াদি এবং মুসলিম আলেমসমাজ ও নেতৃবৃন্দের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, আজেবাজে বিষয়ের দিকে মনোযোগ ব্যয় করে থাকে?

Scanned by CamScanner

মানুষ কতটা আফসোস করবে, আমাদের সমাজের বেশিরভাগ যুবকদের বিষয়সম্পত্তির উপর, হিসাববিজ্ঞান এবং শিল্পকলা যাদের মজ্জাগত প্রেমে পরিণত হয়েছে? ওগুলোর জন্যই তারা অস্থির, পেরেশান, দিশেহারা। এদের কাছে এগুলোর গুরুত্ব আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, ফিলিপাইন এবং আরিত্রিয়ার মত অঞ্চলের মুসলমান ভাইদের বিষয় থেকেও বেশি। তা হলে বলা যায়, এদের কলব সুস্থ? না কি আমরা এদের জন্য বলব, তোমাদের কলবের ব্যাপারে সচেতন হও, না হলে তা কিন্তু একেবারে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় অবস্থিত।

০৪. অসুস্থ অন্তর সত্যকে অপছন্দ করে এবং সে কারণে তার বুক সংকীর্ণ হয়ে আসে। এ হচ্ছে মুনাফিকীর সূচনা। মনে রাখা দরকার, এটা মুনাফিকীর সর্বশেষ ধাপও হতে পারে।

০৫. অসুস্থ কলব নেককার লোকদেরকে ভয় করে এবং গুনাহগার ও অপরাধী লোকদেরকে ঘনিষ্ঠ অনুভব করে। কাজেই দেখবেন, অনেকে নেককারদের কাছে বসতে হিম্মত করে না এবং তাদের সাথে ঘনিষ্ঠও হয় না; তারা বরং তাদের সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে। এরকম লোকদের মন শুধু বদচরিত্র এবং খারাপ লোকদের সাথেই বসতে সায় দেয়। সন্দেহ নেই, এটা এসব লোকের কলবে রোগব্যাধি ও ফাসাদ থাকার স্পষ্ট দলিল।

০৬. অসুস্থ কলব সন্দেহপূর্ণ বিষয় গ্রহণ করে এবং তারা দ্বারা প্রভাবিত হয়। এরকম দিল ঝগড়াবিবাদ ভালোবাসে এবং কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে বিরক্তি বোধ করে।

০৭. অসুস্থ দিল গাইরুল্লাহকে ভয় পায়। এজন্য ইমাম আহমাদ বলেন, যদি তুমি তোমার দিলকে ঠিক করো, তা হলে কাউকে ভয় করবে না। দেখুন, আল্ইজ্জ ইবনে আবদুস সালাম একবার এক স্বৈরাচারী শাসকের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং তাকে খুব শক্ত কথা বললেন। যখন তিনি সেখান থেকে চলে এলেন, তখন লোকজন তাকে জিজ্ঞাস করল, জনাব! আপনার ভয় হল না? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ ﷻ-র বড়ত্বের কথা ভাবলাম, তখন তাকে একজন বিড়ালের মত মনে হল।

Scanned by CamScanner

এখন আমরা অনেক লোককে দেখতে পাই, তারা অফিসার এবং নিয়ম-কানুনকে আল্লাহ ﷻ-র ভয়ের চেয়ে বেশি ভয় করে। এটা কিন্তু এরকম লোকদের অন্তর আচ্ছন্ন হওয়ার দলিল। বুদ্ধিমান লোক অন্তরের সাথে লড়াই করে।

০৮.অসুস্থ অন্তরে গাইরুল্লাহর প্রেম থাকে। শাইখুল ইসলাম বলেছেন, কোন লোকের মধ্যে গাইরুল্লাহর প্রেম স্থান গ্রহণ করলে তার ঈমান ও তাওহীদ হ্রাস পায়। তবে তওবাকারী কলবের মধ্যে দুটি প্রতিবন্ধক শক্তি থাকে, যেগুলো মানুষকে গাইরুল্লাহর প্রেম ও মহব্বত থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং আল্লাহ, আল্লাহ ﷻ-র প্রেম এবং তাঁর ভয়ের দিকে পরিচালিত করে।

০৯. অসুস্থ হৃদয় ভালো কিছু উপলব্ধি করতে পারে না এবং কোন অশ্লীল বিষয় মোকাবেলা করতে পারে না; এমন কি তার ভয়াবহতাও উপলব্ধি করতে পারে না।

পরিশিষ্ট

হয়তো আমি প্রসঙ্গটিকে প্রয়োজনের চেয়ে অধিক দীর্ঘ করেছি। তবে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর বিভিন্ন দিকের পরিচয় তুলে ধরাও জরুরী। এজন্য অন্তরের বিষয়াদিতে আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করুন; আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করুন। অন্তরের সাথে দয়ার আচরণ করুন এবং তাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করুন। কলবের যত্ন নিন এবং ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে তাকে রক্ষা করুন।

মানুষ যখন দৈহিক হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে অবগত হয়, তখন সে কতই না পেরেশান হয়ে পড়ে। পাপ-পঙ্কিলতার রোগব্যাধিতে আত্মা রুগ্ন এবং যখম হয়ে সকালসন্ধ্যা পরীক্ষায় নিপতিত হলে কি আমরা সেরকম পেরেশান হই?

Scanned by CamScanner

সুতরাং অন্তরের ব্যাপারে আমরা যেন আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করি। অন্তর ঠিক হওয়ার মধ্যেই মানুষের মুক্তি।

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ﴾

সে দিন সম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোন উপকার দিবে না; তবে যে আল্লাহর কাছে আসবে সুস্থ অন্তর নিয়ে। [সুরা শুআরা : ৮৮-৮৯]

আজ অনেক গুনাহ মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন সুদ খাওয়া, সুদের জন্য সাহায্য করা, ঘুস নেওয়া, দেওয়া, মানুষের গীবত-শেকায়েতে লিপ্ত হওয়া, ইত্যাদি। যেগুলো কোন গণনাকারীর পক্ষে গুণে শেষ করা সম্ভব নয়, এগুলো সম্পর্কে আমরা কি আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করি?

আসুন, আমরা এই কলবের উপর একটু দয়া করি। একে আমরা আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যে ব্যবহার করি। বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করি। কুরআনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করি। নফল এবাদত বাড়াই। বেশি বেশি করে সদকা এবং আল্লাহ ﷻ-র যিকির করি। তা হলে নিরাপদ, সুস্থ ও তওবাকারী দিল নিয়ে আমরা আল্লাহ ﷻ-র সাথে সাক্ষাৎ করতে পারব। যেসব লোকের কলব গাফেল, তাদের সংসর্গের ব্যাপারে ভয় জাগরিত করি; তাদের থেকে নাজাত কামনা করি।

হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে দীনের উপর অবিচল থাকার হিম্মত এবং হেদায়েতের উপর দৃঢ়তা কামনা করি। তোমার নেয়ামতের শুকর আদায় করার এবং সুন্দর করে এবাদত করার তৌফীক প্রার্থনা করি। তোমার চাই সেই কল্যাণ, যা শুধু তুমিই জানো। আশ্রয়ও চাই সেই অনিষ্ট থেকে, যার তথ্য আছে শুধু তোমার কাছে। আমাদের অজ্ঞানতার জন্য আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই। হে আল্লাহ! আমাদেরকে দান করো সুস্থ কলব এবং সত্য বলার যবান।

وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَّعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

সমাপ্তি

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

إمتحان القلوب
باللغة العربية

কলব এবং কলবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ, এখন এক সময় চলছে, যখন বেশিরভাগ মানুষের কলব শক্ত হয়ে গেছে; ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে; দুনিয়ার ব্যস্ততা সবাইকে ঘিরে ফেলেছে এবং মানুষ হয়ে পড়েছে আখেরাত বিমুখ। এই যুগে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানুষের হৃদযন্ত্র-সংক্রমণের চিকিৎসায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। এমন কি সর্বশেষ আমরা শুনতে পাচ্ছি, হৃদযন্ত্রের প্রবৃদ্ধি এবং স্থানান্তরের কথাও। অথচ মানবদেহে সংক্রমিত রোগব্যাধির ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রের রোগ ও চিকিৎসা নির্ণয়ই সবচেয়ে বেশি জটিল। তবে আমরা এ বইটিতে দৈহিক রোগব্যাধি এবং হৃদযন্ত্রের প্রত্যক্ষ সংক্রমণ নিয়ে আলোচনা করব না।

আমরা এখানে আলোচনা করব কলবের সেইসব রোগব্যাধি নিয়ে, যেগুলো তাকে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আকারে আক্রমণ করে। আলোচনা করব কলবের সুস্থতা ও অসুস্থতার আলামত কী কী, তা নিয়ে। এই হৃদয়ের পরীক্ষার ক্ষেত্রগুলো কী কী, তাও তুলে ধরব। [ইনশা আল্লাহ।]

কলব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করব আল্লাহর কালাম এবং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস দিয়ে। এটি একটি মুসলমানের স্বভাবগত বিষয়। কেননা, আসল কথা হল কুরআন ও সুন্নাহর উৎসধারা থেকে পানীয় সংগ্রহ করা।

Scanned by CamScanner